৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১ বৈশাখ – ৭ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ১৫ এপ্রিল– ২১ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 26, 15 April - 21 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখো ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

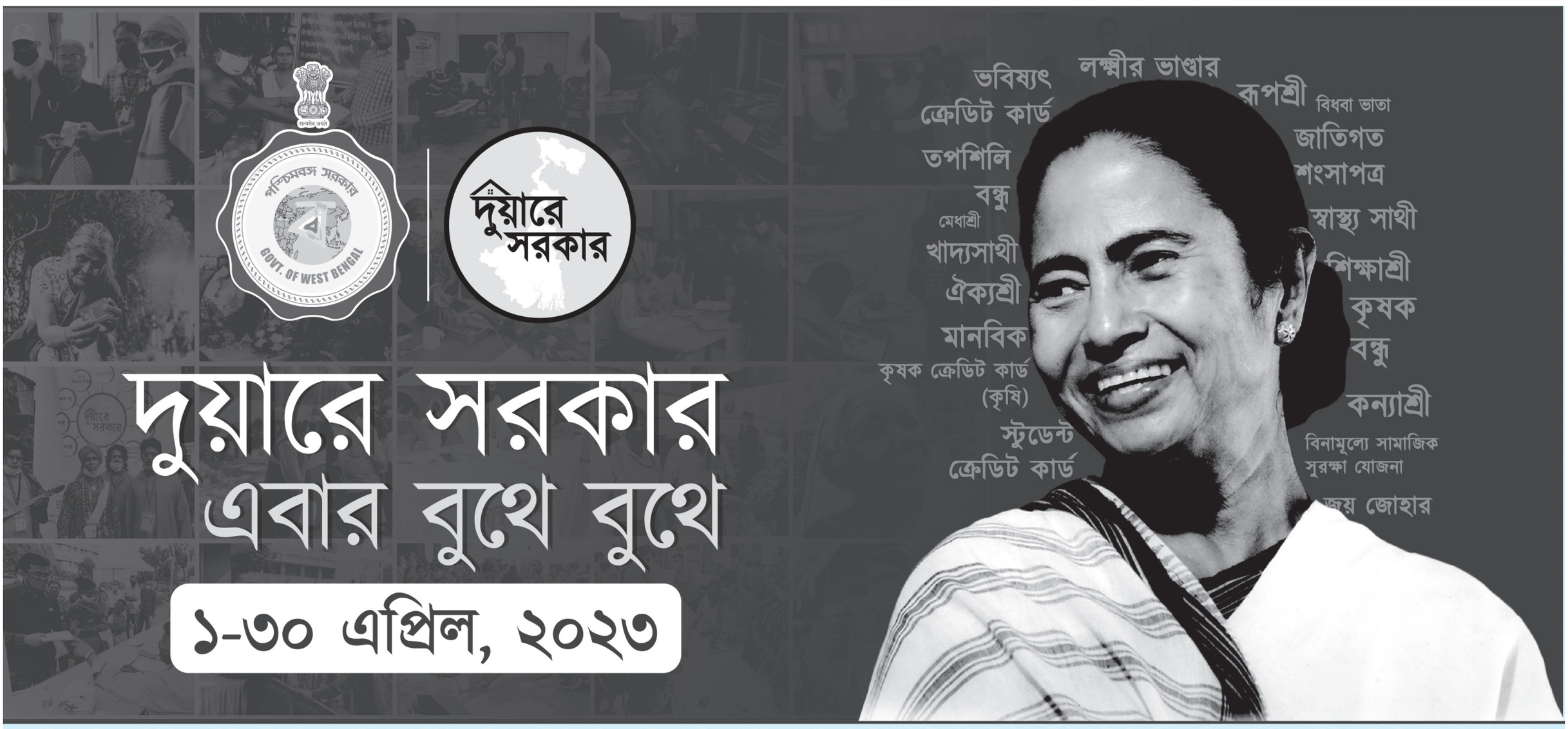

৬ষ্ঠ পর্যায়

৯৪,৩৭৭ শিবির

৫৮ লক্ষ+ শিবিরে আগত জনসংখ্যা

সাফল্যের সঙ্গে পাঁচটি পর্যায় পরিচালনা করার পর, এবার ষষ্ঠ পর্যায়ে দুয়ারে সরকার আয়োজিত হচ্ছে আপনাদের বুথে বুথে।

যাঁর যখন যেখানে দরকার, আসছে আপনার দুয়ারে সরকার

রাউন্ড ২:
পরিষেবা প্রদান শিবির ১১-৩০ এপ্রিল

আপনার নিকটবর্তী বুথে আয়োজিত শিবির সম্পর্কে জানতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন বা https://ds.wb.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন

এই প্রয়াসে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯৫ হাজার শিবির আয়োজিত হয়েছে। এই শিবিরে নিম্নলিখিত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলির সুবিধা প্রদান করা হবে:

উপরে উল্লিখিত প্রকল্প ও পরিষেবাগুলি-সহ মোট ৩৩টি প্রকল্প ও পরিষেবা রাজ্যবাসী পেতে চলেছেন দুয়ারে সরকার শিবিরের মাধ্যমে। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত আপনাদের যে সমস্যা/অভিযোগ/আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল, ৩০ এপ্রিল, ২০২৩-এর মধ্যে সেই সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান করা হবে, এই শিবিরগুলি থেকেই।

সহায়তার জন্য **১৮০০ ৩৪৫ ০১১৭, ০৩৩ ২২১৪ ০১৫২**-এ সরাসরি ফোন করুন

@wb.gov.in @egiye_bangla https://ds.wb.gov.in

৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১ বৈশাখ – ৭ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ১৫ এপ্রিল– ২১ এপ্রিল, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 26, 15 April - 21 April, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

স্বাগতম ১৪৩০
শুভ নববর্ষ
শুভ কামনায়
আলিপুর বার্তা পরিবার

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : করোনা ক্রমশঃ বাড়লেও রাজ্যগুলি ঢিলেঢালা

মনোভাব নিয়ে চলেছে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন সমস্ত রাজ্যকে নিয়ে করা বৈঠকে। এমনকী আক্রান্তের নমুনাও পাঠানো হচ্ছে না জিনোম পরীক্ষার জন্য।

রবিবার : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা পেতে হলে থাকতে

হবে প্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ওই অ্যাকাউন্টের সঙ্গে করতে হবে আধার লিংক। তবেই সরাসরি ব্যাংকে যাবে টাকা। জানিয়ে দিল সমাজকল্যাণ দপ্তর।

সোমবার : রামনবমীর মিছিল ঘিরে অশান্তি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে

এসেছে কেন্দ্রের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটির সদস্যরা। কিন্তু তাঁদের পুলিশ ঢুকতেই দিল না রিষড়া ও শিবপুরে। ঠিক জায়গায় এই রিপোর্ট পৌঁছে দেবেন বলে জানিয়েছেন কমিটির সদস্যরা।

মঙ্গলবার : জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে জাতীয় দলের

ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS

মর্যাদা হারাল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআই ও এনসিপি। চারটি শর্ত পূরণ করতে পারেনি এরা। তবে জাতীয় দলের মর্যাদা পেল আপ। তৃণমূল অবশ্য এর বিরুদ্ধে আইনি পথে লড়বে বলে জানিয়েছে।

বুধবার : সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছল ডিএ মামলার শুনানী।

আগামী ২৪ এপ্রিল ধার্য হয়েছে পরবর্তী শুনানির তারিখ। এই নিয়ে ৬বার পিছল এই মামলার শুনানী। ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। আশা জয় হবেই।

বৃহস্পতিবার : পশ্চিমবঙ্গে মিড ডে মিলে ১০০ কোটি টাকার

দুর্নীতি হয়েছে বলে জানিয়ে দিল কেন্দ্র। নানা অভিযোগের তদন্ত করতে আসা কেন্দ্রীয় দল তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে ১৬ কোটি লোক বেশি দেখিয়ে ১০০ কোটি টাকা নয়ছয় করেছে রাজ্য।

শুক্রবার : সিভিক দিয়ে হবে না, পুলিশের শূন্য পদে নিয়োগ

করেই সামলাতে হবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা। পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তা না হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি সামলানো মুশকিল হবে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

আগামী মাসে কি ঝড়ের আশঙ্কা ?

ওঙ্কার মিত্র

রাজনীতিতে প্রায়শই নতুন মাত্রা নিয়ে হাজির হয়েছে বেশ কিছু নির্দিষ্ট সাল তারিখ। ইতিহাসে এইসব সময় বিন্দু চিরকালের জন্য থেকে যায় ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে। নস্টালজিয়ার পথ ধরে এরা ফিরে ফিরে আসে মানুষের সুখে দুঃখে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশ তথা বাংলার রাজনীতিতেও এমন কিছু সাল তারিখ মাইল স্টোন হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে বর্তমান বাংলার রাজনীতিতে আগামী মে মাস কি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে? প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দুর্নীতির গতি প্রকৃতি ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা, এই দুটি ইভেন্টই আগামী মাসে বাংলার রাজনীতিতে ঝড় তুলতে চলেছে।

বাংলার রাজনীতিতে দুর্নীতির প্রবেশ নতুন নয়, এর আগে কংগ্রেস এবং বামেদের শাসনে দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। তবে সেই সব দুর্নীতি সমগ্র সমাজকে পঙ্গু করে দিতে পারেনি। পরিবর্তনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের বারো বছরে চিটফান্ড থেকে ঘুষ, পাচার থেকে নিয়োগ দুর্নীতি বাংলার সমাজ জীবনকে এমন অস্থির করে তুলেছে যে, আদালতও দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলতে কঠোর অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে লাগানো হয়েছে দুর্নীতির মাথাদের ধরার জন্য। সেই তদন্তেরই টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে আগামী মে মাস। কয়েকদিন আগে সিবিআই ঝড়–বৃষ্টির পর শীঘ্রই রামধনুর দেখা ইঙ্গিত দিয়েছিল আর এপ্রিলেই বাংলায় এসে ঘুরে গেলেন সিবিআইয়ের ডিরেক্টর অজয় ভাটনাগর। বিভিন্ন রাজ্য থেকে অফিসারদের এনে গঠন করা হলো টাস্ক ফোর্স। যাদের নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করার টার্গেট দেওয়া হয়েছে আগামী মে মাস। অর্থাৎ মে মাসেই ফাইনাল রিপোর্ট দিতে পারে সিবিআই।

সকলের ধারণা সেখানেই মিলবে মাথার সন্ধান। বিচারপতিরাও যার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। সত্যি যদি মে মাসে সিবিআই তার চার্জশিট দিতে পারে। তাহলে বাংলার রাজনীতিতে এই মে মাস চিহ্নিত হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

অন্য আরেকটি সময় সারণী বলছে আগামী মে মাসেই হতে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এমনই ধারণা প্রশাসনিক মহলে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে অনেকটা গুছিয়ে ফেললেও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণায় কাল বিলম্ব মানুষের সন্দেহ ক্রমশ বারিয়ে তুলছে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, এপ্রিল মাসেই দিন ঘোষণা হয়ে যাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। কিন্তু দুয়ারে সরকারের তারিখ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানোর ফলে সেই সম্ভাবনা আর নেই বললেই চলে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, দুর্নীতির গর্তে পড়ে হাঁসফাঁস করা এবং গোষ্ঠী

দ্বন্দ্বে দীর্ণ শাসক দল পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেতে যে কাল বিলম্ব করবে সেটাই খুব স্বাভাবিক। তার উপর তীব্র গরম একটা অজুহাত হতেই পারে তবে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই বর্ষা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা। অতএব নির্বাচন কমিশন যতই কোমড় বাঁধুক না কেন পঞ্চায়েত নির্বাচন আদৌ হবে কি না সেই সন্দেহ এখনই কাটছে না। সত্যিই যদি এই অবস্থায় শাসকদল পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেতে উদ্যোগী হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও মে মাস বাংলার রাজনীতিতে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলেই চিহ্নিত হয়েই থাকবে।

এরপর তিনের পাতায়

বারাসত পুরসভার বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্য জুড়ে গরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচার সহ আমফান ত্রাণ দুর্নীতি, একশো দিনের কাজের দুর্নীতি, আবাস যোজনা দুর্নীতির তদন্ত চলছে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ড যেভাবে প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে গোটা রাজ্য যেন দুর্নীতির স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ, বাগদার পর এবার প্রকাশ্যে এল বারাসত পুরসভার বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ, বারাসত পুরসভার গ্রুপ–ডি'র কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম সহ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এক চাকরিপ্রার্থীকে বঞ্চিত করে সেই জায়গায় পাকাপাকি চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক তথা বিশিষ্ট অভিনেতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তীর নিরাপত্তারক্ষীর মেয়েকে। এই অভিযোগ ঘিরে সোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা সদর শহর বারাসতে। এমনকী এক্ষেত্রে তারকা বিধায়ক চিরঞ্জিতের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর অভিযোগও উঠেছে। আরও মারাত্মক অভিযোগ, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি বিক্রির নামে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে চাকরি প্রার্থীর পরিবারকে। স্বাভাবিকভাবে গোটা ঘটনায় যেমন একদিকে বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে, তেমনই তৎকালীন পুরপ্রধান তথা বর্তমান কাউন্সিলর সুনীল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাও রীতিমতো প্রশ্নের মুখে। কারণ তিনি সবকিছু জেনেও বেআইনি এই নিয়োগে ইন্ধন দিয়েছেন বলে

From: Shri Sunil Mukherjee
Chairman, Barasat Municipality

To: Quazi Aziz Hossain Haider
C/o. Quazi Sahid Hasan

Roll No. 0096

Call Letter

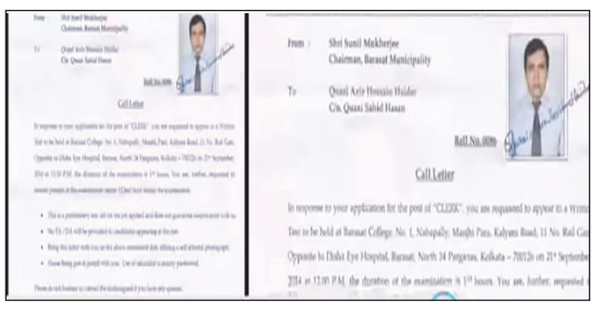

In response to your application for the post of "CLERK" you are requested to appear in a Written Test to be held at Barasat College, No. 1, Nabapally, Maidhi Para, Kalyani Road, 11 No. Rail Gate, Opposite to Disha Eye Hospital, Barasat, North 24 Parganas, Kolkata – 700126 on 21st September 2014 at 12.00 P.M. the duration of the examination is 1½ hours. You are, further, requested to ...

অভিযোগ উঠেছে। যদিও এ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন পুরপ্রধান ও শাসকদলের তারকা বিধায়ক উভয়েই। বরং এর পিছনে বিরোধীদের চক্রান্ত দেখছেন বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়।

বঞ্চিত চাকরি প্রার্থী কাজী আজিজ হোসেন হায়দার বলেন, 'আমি ২০১৫তে গ্রুপ–সি'র পরীক্ষায় সাতশো জনের মধ্যে থার্ড র‍্যাঙ্ক করি। এরপর আমাকে ওরালে ডাকা হয়। যা যা ধরেছে সবই বলেছি। আমার বাবা তখন তাপস দাশগুপ্তর কাছে গেলেন। তাপস দাশগুপ্ত বলেছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির একটা চিঠি করে দেব। হয়তো পার্টি ফাণ্ডে কিছু টাকা দিতে হতে পারে। তবে হয়ে যাবে। আমি তাপস দাশগুপ্তর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে গেলাম ফিরহাদ হাকিমের কাছে। তিনি আমাকে বললেন, এটা তোমার হবে না। সুনীল মুখোপাধ্যায় এটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। আমার চাচা এটিএম আবদুল্লা বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক ছিলেন। তিনি সুনীলবাবুকে বলেন, ও আমার আত্মীয় এবং যোগ্য প্রার্থী। সেক্ষেত্রে আপনি তাকে না নিয়ে চিরঞ্জিতের নিরাপত্তারক্ষীর মেয়েকে নিয়েছেন। এটা তো ঠিক নয়।'

এরপর তিনের পাতায়

বকখালির উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ

অমিত মণ্ডল

বকখালি পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামগত উন্নয়নের দাবি তুলে আবারও স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ গ্রামবাসীরা আন্দোলনে নামলেন। দীঘার মত রাজ্যের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বকখালিও। সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে বহু পর্যটক কাছে পিঠের ডেস্টিনেশন হিসেবে বকখালিকে বেছে নেন। কিন্তু দীঘার ক্রমশ উন্নতি হলেও সরকারি অবহেলায় বকখালি পর্যটনকেন্দ্র ধুঁকছে, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জের কয়েক'শ ছোটবড় ব্যবসায়ী থেকে গ্রামবাসীদের।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বকখালির পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের দাবি তুলে প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা আন্দোলন করতে পথে নেমেছিলেন। দুমাস কেটে গেলেও বকখালির অবস্থা একই থেকে গিয়েছে। তাই দ্রুত বকখালি পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি তুলে বৃহস্পতিবার বিকালে গ্রামবাসীসহ ব্যবসায়ীরা আবারও আন্দোলনে নামলেন। বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জ ট্যুরিজম ডেভলেপমেন্ট কো–অর্ডিনেশন কমিটির ব্যানার নিয়ে বকখালি বাসস্ট্যান্ড থেকে মুন্সীরোড বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে আন্দোলন করেন তারা। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন দাবীদাওয়ার প্ল্যাকার্ড। মিছিল শেষে বকখালি বাসস্ট্যান্ডে একটি অরাজনৈতিক মঞ্চ করে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিক্ষোভকারিরা। ১৯৫৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগরের সৈকতে গড়ে ওঠে বকখালি পর্যটনকেন্দ্র। বকখালির উন্নয়নের জন্য ২০১২ সালে তৈরি করা হয় সাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ। এখানে কমবেশি ৭০ টিরও বেশি

সরকারি, বেসরকারি আবাসিক হোটেল ও লজ গড়ে উঠেছে। পর্যটনকেন্দ্রে একশটিরও বেশি ছোট বড় দোকান আছে। কিন্তু বেহাল পরিকাঠামোর জন্য পর্যাপ্ত পর্যটক আসেন না বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং গ্রামবাসীদের দাবি। আয়লা, আমফান, ইয়াসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয় বকখালির বিস্তীর্ণ এলাকার। কিন্তু পরে সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। বন্ধ হয়ে গেছে বনদপ্তরের মিনি–জু। সাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ আন্দোলনকারীদের। আন্দোলনকারী ব্যাবসায়ী সমর প্রামাণিক, বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক, রামকৃষ্ণ পাত্ররা বলেন, বকখালির মত আরও একটি পর্যটন কেন্দ্র দীঘা। দিঘাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। অথচ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বকখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও কোন লাভ হয়নি। যার ফলে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র বকখালি তার সৌন্দর্য হারিয়েছে। সৌন্দর্যের অভাবে ধুঁকছে বকখালি। পর্যটকরা বকখালি বিমুখ হচ্ছে বলে স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ গ্রামবাসীদের দাবি। খুব শীঘ্রই যদি বকখালি পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলা না হয়, তাহলে পরবর্তীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ গ্রামবাসীরা।

ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডে জ্বলছে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির মহেশতলা পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে বর্জ্য পদার্থ পরিপূর্ণ ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রতিদিনই বিকেলের দিকে আগুন লেগে যাচ্ছে। তার ফলে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে আকাশ। মানুষের শ্বাস

কষ্ট হচ্ছে। সমস্যার সমাধানের জন্য গত বুধবার বজবজ ট্রাঙ্ক রোড অবরোধ করে সাধারণ মানুষ। অভিযোগ পুরসভাকে দীর্ঘদিন জানিয়েও কোনো সমাধান হয়নি। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেন, ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডের ধোঁয়া থেকে ছড়াচ্ছে মিথেন গ্যাস। এর ফলে শ্বাস কষ্ট হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে মানুষের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। উর্বর মাটি অনুর্বর হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। বুধবার পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে কোনো রকমে অবরোধ ওঠে। তারপরই পুর প্রশাসন তৎপর হয়। বিধায়ক দুলাল দাস বলেন, কেউ আগুন লাগাচ্ছে না। জমা জঞ্জাল থেকে আপনাআপনি মিথেন গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে। তবে ফায়ার ব্রিগেড পাঠিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলা হচ্ছে। স্যানিটেশন আধিকারিকরাও স্বীকার করেছেন ড্রাম্পিং গ্রাউন্ডের আগুনে ক্ষতিকর গ্যাস আছে। ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর পারিষদ সুকান্ত বেরা বলেন, মানুষ সমস্যা হলে তো প্রতিবাদ করবেন, আমরা দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করছি।

উধাও রোগী, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পুরুষ বিভাগ থেকে উধাও হয়ে গেলেন এক রোগী। ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে হাসপাতাল

কাকদ্বীপ হাসপাতাল

থেকে ফোন যায় ওই রোগীর পরিবারের কাছে। বেলায় রোগীর পরিবারের লোকজন কাকদ্বীপের হারুডপয়েন্ট কোস্টাল থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। নিখোঁজ পার্থ মণ্ডল ঠাকুরেরচক এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার পরিবারের লোকজন এপিলেপসি আক্রান্ত পার্থকে কাকদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় এলাকায় খোঁজ শুরু করে পুলিশ ও রোগীর আত্মীয়রা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার নিশ্চিন্তপুর স্টেশনের কাছে ঘুরতে দেখা যায় বছর তেইশের পার্থকে। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা। পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে নিখোঁজ পার্থকে। তাকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস বলেন, 'সকালে হাসপাতালে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের নজর এড়িয়ে উনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক, নার্স এবং নিরাপত্তকর্মীদের ডাকা হয়েছে।' এই ঘটনায় রোগীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তাকর্মীদের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

নদী বাঁধে ধস, এলাকায় আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ এপ্রিল সন্ধ্যা নামতেই সুন্দরবনের নদীবাঁধে আচমকা ধস নামায় এলাকা ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের ছোট মোল্লাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিদাসপুর গ্রামের কাপুরা নদীবাঁধে। সেখানে শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রায় ১০০ ফুটের বেশি এলাকা জুড়ে নদীবাঁধে ধস নামে। ফলে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে সেচ দফতরের কর্মীরা দ্রুততার সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দ্রুত নদী বাঁধ মেরামতির চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। যাতে নদীর নোনা জল বাঁধ ভেঙে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়তে না পারে। আর সেই কারণে দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে গত শনিবার সকাল থেকেই। এর আগেও এই একই জায়গায় বাঁধ ভেঙে গ্রাম প্লাবিত হয়েছিল বিগত ঘূর্ণিঝড়গুলির সময়। তবে শুক্রবার রাতে কোনরকম ঝড় না হলেও ভাটার সময় আচমকাই এই বিস্তীর্ণ এলাকার নদীবাঁধে ধস নামে। স্থানিয়রাই সেচ দফতরকে খবর দিলে রাতে কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দ্রুত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কাজ শুরু করেন।

রবিবার সকালে আচমকাই নদী বাঁধে ধস দেখা গেল বাসন্তী ব্লকের পশ্চিম বাসন্তী এলাকায়। এদিন পশ্চিম বাসন্তী বাজার ও বাসন্তী হাইস্কুলের ঠিক মাঝখানে হোগল নদীর পাড়ে প্রায় ৩০০ ফুটের মতো নদী বাঁধ ধসে তলিয়ে যায় নদীগর্ভে।

এরপর তিনের পাতায়

সরকারি তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনে শুরু হল মধু সংগ্রহের কাজ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

স্বামী ও পুত্র'রা জঙ্গলে যাবে মধু সংগ্রহের কাজে। যাতে তাদের স্বামীরা জীবিতভাবে বা অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে তার জন্য শুক্রবার নতুন বস্ত্র পরে মৌলিদের ডিঙি অর্থাৎ নৌকা পুজো করে তাদেরকে বিদায় জানায়। মধু সংগ্রহের কাজের জন্য পরিবারের সদস্যরা জঙ্গলে গিয়েছে। তাঁদের মঙ্গল কামনায় দু'বেলা বনবিবির থানে ফুল ও ডালা দিয়ে পুজো চড়াচ্ছেন। নিরামিষ আহারও করছেন। এক পক্ষকাল পরে মধু সংগ্রহ করে জঙ্গল থেকে বাড়ি ফিরবেন। স্বামী যাতে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরে আসেন সেই কামনার জন্য বনবিবির কাছে দিনরাত ধরে প্রার্থনা। এটাই রীতি সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে যাওয়া মৌলে পরিবারদের। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাখিরালয় গ্রামে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে চেয়ে এমন কথাই শোনালেন সুন্দরবনে মৌলে পরিবারের বধূরা। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে খবর, এবছর ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় মধু সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রকল্পের গোসাবার সজনেখালি রেঞ্জ কার্যালয় থেকে মৌলেদের প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। তাঁরা জঙ্গলে মধু সংগ্রহের কাজে ৭ এপ্রিল শুক্রবার বেরিয়ে পড়েন। সজনেখালি থেকে ৭৬ টি নৌকার অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নৌকায় সর্বাধিক ১১ জন এবং সর্বনিম্ন ৫ জন করে মৌলে থাকবেন। এবছর সরকার নির্ধারিত মধুর দাম ২০০ থেকে ২৫০ টাকা প্রতি কেজি। আর মধু সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে ১৬ টন। মূলত সুন্দরবনে এই সময় বাইন, গর্জন, খলসি প্রভৃতি গাছে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। আর তা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে

চাকে মজুত করছে। এই মধুর খ্যাতি জগৎ জোড়া। মৌলেরা জঙ্গলে নেমে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েন। মৌচাক দেখতে পেলেই বিশেষ আওয়াজ করে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করেন। তারপর হেঁতাল গাছের পাতা দিয়ে আগুন ধরানো হয়। সেই আগুনের ধোঁয়া দিয়ে মধু সংগ্রহের কাজ চলে। এক একটা চাক থেকে ৫২০ কিলো মধু সংগ্রহ করা হয়। তাঁরা বাঘকে বোকা বানানোর জন্য বিশেষ ধরনের মুখোশও পরে থাকেন।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানান, এই বছরে মৌলেরা যথেষ্ট পরিমাণে মধু পাবেন আশা। মধু সংগ্রহ করে বন দপ্তরে জমা দিয়ে টাকা নেবেন মৌলেরা। প্রতি বছর এই মধু সংগ্রহের সময় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ে। সেই কারণে পুলিশ প্রশাসন ও বনদপ্তরের উদ্যোগে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় সুন্দরবন জঙ্গলের বিভিন্ন দিকে। এমনকী বাঘ ও জল দস্যুদের আক্রমণে মারা গেলে সেই মৌলেদের পরিবারকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৫ এপ্রিল – ২১ এপ্রিল, ২০২৩

সত্যেরে লও সহজে...

কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের ইতিহাস সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। ছোটবেলায় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় ছিল একটি লাইন– 'বাবার হলো আবার জ্বর সারিলো ঔষধে'। বাবর থেকে ঔরাঙ্গজেব পর্যন্ত রাজত্বের ধারাবাহিকতা সহজে মনে রাখার তাগিদেই এই সহজ পথ অবলম্বন করা হতো। শিশুপাঠ্য কাহিনীতে মুখ ঢেকে থাকা মুঘল সাম্রাজ্য কিংবা সুলতানি আমলের শাসন ব্যবস্থাই শেষ কথা নয় সত্য। পাশাপাশি সেই সময়কার বহু এদেশিয় রাজা, সাধারণ নাগরিকদের সুখ দুঃখও ইতিহাসের অংশ।

মুঘল আমলের কিছু সৌধ নির্মাণের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক আছে। যার যার শাসনকালে লেখা হয় ইতিহাসের মহিমা এবং এ নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই বিরল।

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস রচনায় নিরপেক্ষতার প্রকাশ্য অভাব দেখা গেছে রমিলা থাপার কিংবা সুমিত সরকারের মতো ইতিহাসবিদদের হাত ধরে। বাংলার দুই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. প্রতুল গুপ্ত কিংবা ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারের লেখনীকে ব্রাত্য করেঝিল খণ্ডিত ভারতের শাসককূল। নেহেরু–গান্ধী পরিবারের প্রভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে চরম ভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে লালকেল্লায় তামা নির্মিত কালাধার এর ক্যাপসুলে শুধুমাত্র অহিংস আন্দোলনের ইতিহাস পুঁতে রাখা হয়েছিল। রাজনৈতিক চাপে কালাধারকে মাটি থেকে তুলে এনে বাতিল করতে হয়েছিল ইন্দিরা সরকারকে।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নেহেরু বিরোধী হলেও দুই কংগ্রেস নেতা প্যাটেল ও গান্ধীজি সম্পর্কে অত্যন্ত আবেগ প্রবণ। তাই ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আলো–আঁধারে সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে আজাদ হিন্দ ও নেতাজির বৈপ্লবিক অভিযান আজও যথাযথ ভাবে উঠে আসেনি বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। জালিয়ানওয়ালা বাগের তিনগুণ বেশি আজাদি সেনাকে ব্রিটিশ নীলগঞ্জ শিবিরে খুন করেছিল। সে ইতিহাস তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের বদান্যতায় ব্রিটিশ বিশ্বের দরবারে আনতে দেয়নি। অমৃত মহোৎসবের প্রাঙ্গণেও সঠিকভাবে স্বীকৃতি পায়নি আজাদ হিন্দের ভারত মুক্তি অভিযান। ভারত সরকার নানা দপ্তরের ক্ষেত্রে অনলাইনে সাধারণ মানুষের মতামত চাওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও ইতিহাসের উপাদান খুঁজে নিতে নিরপেক্ষ কমিটি তৈরি করা হোক। ভারত ইতিহাসের পরিবর্তন হোক সত্যের সূর্য স্নাত পথে। যাতে আগামী দিনে ইতিহাসকে বদল করার আবার প্রয়োজন না হয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

''মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

জীবাত্মা মৃত্যুকালে যে বাসনায় ভাবিত হয়, সেই জীবাত্মা তা অনুসরণ করে দেহলাভ করে এবং তা ভোগ করে। কিন্তু আসলে ঐ জগৎ আকাশে প্রস্ফুটিত ফুলের মতই নিতান্ত অসত্য। মররে পরে তা হৃদয়কাশে অনুভূত হয় মাত্র। আসক্তি বশতঃ মৃত্যুকালে যে ভাব অন্তরে থাকে, অজ্ঞান প্রভাবে সেই ভাব পঞ্চভূতময় জগতরূপে দ্রঢ়ীকৃত হয়। জীবাকাশে সেই জগৎ 'ইহলোক' নামে পরিচিত হয়। এই ইহলোকএ জীবের পুনর্জন্ম, জীবনধারণ এবং দেহাবসান অনুভূত হয়। দেহাবসানে জীবের উপভোগ যে জগতে হয় তা 'পরলোক' নামে পরিচিত হয়। 'পরলোকে'ও জন্ম–মৃত্যুর অনুভব হয়। 'স্থূল শরীরের' অন্তরে 'সূক্ষ্ম দেহ', এবং সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে 'কারণ শরীর' থাকে। কলাগাছের খোলসের মত পর্যায় ক্রমে এই তিন দেহ নিয়েই সংসার গঠিত। মৃত্যুর পর ভৌতিক জগতের সাথে জীবের জাগতিক নিয়ম বন্ধন না থাকলেও তার জগৎ–ভ্রান্তি কাটে না। জগৎ ভ্রান্তির কারণ হল অনন্তরূপিনী অবিদ্যা। প্রকৃতির লয়ে অবিদ্যা। প্রকৃতির অবিদ্যা প্রকৃতিতে আশ্রিত থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে, জগৎ রচনায় তা আবার নিদ্রা হতে উত্থিতের ন্যায় জাগরিত হয়ে বন্ধন ঘটায়। অবিদ্যা না থাকলে সুষুপ্ত ব্যক্তি সংসারবন্ধন হতে মুক্তি লাভ করত। প্রবহাকারে অনাদিকাল হতে অবিদ্যা পগরবাবে এই সংসার–বন্ধন প্রবহমান। তিনটি দেহের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত সেস ব্রহ্মই জীব নামে নামাঙ্কিতত হন। এই যে ব্যাসদেব, ইনি ব্যাসরূপে পূর্বে একত্রিশ বার জন্মলাভ করেছেন, বর্তমানে তিনি জীবন্মুক্ত। এইভাবে আমিও বাল্মীকি এবং ব্যাসদেবের সমকালে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বার বার জন্ম গ্রহণ করেছি। ভৃগু, পুলস্ত্য, বাল্মীকি প্রভৃতি মহাজন আবার ভাবীকালে আবিভূত হবে। এইভাবেই সৃষ্টি তরঙ্গ বয়ে চলেছে, এ সবই হল মায়া। এর অবসান কখনও হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ এতে বিচলিত হন না। অচেতননের আবরণ ছিন্ন হলে জীবাত্মা ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত থাকে, যা মুক্তি পদবাচ্য।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

আমরা সে বাঙালী নইগো– সে বাঙালী নই

নির্মল গোস্বামী

ভদ্র মোরা শান্ত বড় পোষমানা এ প্রাণ।
বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্টি অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি–
অলস দেহে ক্লিষ্টগতি গৃহের প্রতি টান।
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তণু নিদ্রারসে ভরা
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান।

রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এই বাঙালীকে আজ খুঁজে পাওয়া বেশ মুসকিলের ব্যাপার। 'ভদ্র মোরা শান্ত বড়'– বাঙালীকে আজ এই দোষে কেউ অভিযুক্ত করতে পারবে না। কারণ আজকের বাঙালীরা ভদ্রও নয়, শান্তও নয়। আজকের বাঙালী ভয়ভীতি কাটিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে শিখেছে। হাতে হাতে পিস্তল বন্দুক আর বাড়ি বাড়ি বোমা মজুত। সেই মজুত বোমায় নিজেদের প্রাণ যাচ্ছে। আত্মীয়–ভাগনা, ভাগনী ছোটো ছোটো নিষ্পাপ শিশুপ্রাণ যাচ্ছে তাতে আমাদের কোনো হেলদোল নেই। কারণ আজকের বাঙালী সাহসী বাঙালী। এই যে বারুদ নিয়ে এতো ঘাঁটাঘাঁটি, হাতে বন্দুক নিয়ে এতো দাপাদাপি একি, কাপুরুষের কাজ? রাত্রিবেলা সবার অলক্ষ্যে নয়, দিনের শুরু সকাল বেলা ঘরে ঢুকে স্বামী স্ত্রী দুই মেয়ে সহ চার জনকে খুন করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। আবার জনবহুল জাতীয় সড়কের উপর ল্যাংচা কুঠিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে গুলিবৃষ্টি করে পগার পার হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে। একি 'অলস দেহে ক্লিষ্ট গতির বাঙালীর দ্বারা সম্ভব।

এখন বাঙালীরা বীরের জাতি। বীরভূমের বীর কেষ্ট নাকি বাংলার বাঘ হয়েছে। তবু ভালো সেই কবে ইংরেজ আমলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নাকি মানুষ 'বাংলার বাঘ' বলতেন। হ্যাঁ একটু মোটা সোটা চেহারা বটে। গোঁফের বাহারটাও ভালো। হাতে একটা লাঠি থাকত। তবে সেই লাঠি দিয়ে কাউকে জব্দ করেছিলেন বলে শোনা যায়নি। তবে লোকটার বুকের পাটা ছিল– ইংরেজ শাসকদের আদেশ মনপুত না হলে সরাসরি অস্বীকার করতেন। শুধুমাত্র এই জন্যই যদি তিনি বাংলার বাঘ হয়ে থাকেন তাহলে কেষ্টই বা কম কিসে? উপার্জনের জন্য তিনি নিত্য বিশ্বসেরা বঁটি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। পুলিশকে তিনি ভয় পান না। উল্টে বোম মারতে বলেন। পুলিশকে কাজ করার যিনি সময় সীমা বেঁধে দিতে পারেন। কখন কাকে গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দিতে হবে তার নির্দেশ যিনি পুলিশকে দিতেন এবং পুলিশও তা পালন করত। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি দেহে মনে এবং নেত্রীর স্নেহধন্যে কতটা বলশালী। যিনি যখন মনে করেছেন ওই জমিটা তার প্রয়োজন তখনই ছলে বলে কৌশলে তা করায়ত্ব করেছেন? যাঁর এতো প্রতিভা তিনি বাংলার বাঘ হবেই হবে। যেকোনো সিটে হাসতে হাসতে দলকে জিতিয়ে আনতে পারতেন বাংলার নব প্রজন্মের এই বাঘ।

এই বাঙালীরা আর অতি শান্ত নেই। এমনিতে সারা বছর আমরা মারামারিতে মেতে থাকি। কিন্তু

ভোটের আগে, ভোগের পরে এবং ভোটের দিন বাঙালীর বাঙালীত্বের সেরা স্ফুরণ দেখা যায়। আগে বিহার উত্তরপ্রদেশে যা ঘটত আর এখন বাংলায় যা ঘটে তা দেখে গো–বলয়ের ভোটবলিরাও লজ্জা পায়। শুধুমাত্র এই কাজের জন্য ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীকে আলাদা করে চেনা যায়।

এই বাঙালীর লজ্জা শরমের ভয় নেই। ডাক সাইটে বাঙালী নেতার পরকীয়ায় গদগদ মিডিয়াস্কুল। কাননের কামিনী যোগ নিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত মসকরা করেছেন। মাথায় ছোটো বহরে বড়ো এই নেতা কলকাতার মহানাগরিক ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন। তিনি দুই মেয়ে সহ স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়ে এক মহিলা অধ্যাপিকার সঙ্গে আসনাই–এ মত্ত। তাতে কি? প্রচারের বৃত্তে কিন্তু উজ্জ্বল ওই প্রেমিক যুগল। তারা এতই মহার্ঘ্য যে এদল সে দল করে ইচ্ছা মতো দল বদল করে। বৃটিশ রাজত্বে বাঙালীই প্রথম আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে দ্রুত এগিয়ে যায় অন্যান্য প্রদেশের থেকে। শিক্ষা সাংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদান সারা দেশে চর্চিত। সেই বাঙালীর শিক্ষামন্ত্রী বুড়ো বহরে বড়ো ১১০ কেজি কলেবর নিয়ে অনায়াসে তরুণী তন্বী বান্ধবী যোগাড় করতে পারে। ভাবা যায় যে বয়সে একসময় মানুষ বানপ্রস্থে যেত সেই বয়সে একজন বান্ধবীর উষ্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করছে তারিয়ে তারিয়ে। এক ফ্ল্যাট থেকে অন্য ফ্ল্যাটে। এক রিসট থেকে অন্য রিসটে, এক হোটেল থেকে অন্য হোটেলে। কামিনী সহ যামিনী যাপন এসব সাহেবরা করত বলে শুনেছি। কিন্তু বাঙালী নেতার এ সাহস সত্যিই প্রশংসনীয় নয় কি? বাঙালীর পরিবর্তনের ইতিহাসে এটা একটা মাইলস্টোন নয় কি?

ইংরেজ আমলে আলামোহন দাস মুড়ি বিক্রি দিয়ে জীবন শুরু করে ধাপে ধাপে শিল্পপতি হয়ে ছিলেন। তাই তাকে কর্মবীর বলা হত। কিন্তু আজ বাঙালী স্রেফ বুদ্ধি খাটিয়ে আর খুঁটির জোরে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে। চাকরি বিক্রির ব্যবসার কথা বাঙালীই প্রথম শোনাল। এতো সুন্দর শিল্প, যার জন্য জমির প্রয়োজন নেই, পুঁজির প্রয়োজন নেই। কাঁচামাল আদান প্রদানের ব্যাপার নেই। যা আছে শুধু তার হাত বদল করা। রামের চাকরি শ্যামকে করে দেওয়া। শুধু এই করে ছোটো, বড়ো, মাঝারি মাপের বাঙালী নেতারা কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি করে ফেলল। বাঙালীর চাকরি বাঙালী ছেলেমেয়েরা পেল। মাঝখান থেকে শত শত কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে গেল। বাঙালী ব্যবসা বিমুখ–এই অপবাদ আর কেউ বাঙালীকে দিতে পারবে না।

বাঙলার শিল্প চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মুনাফা ঠিক পৌঁছে যায় শিল্পপতিদের হাতে। বাংলার শিল্প যেন অন্তসলিলা ফল্গু। বাংলার এই পরিবর্তনের কান্ডারী যারা সেই বাঙালীর শ্রীচরণে নমস্কার।

সত্যিই আমরা কি সেই ঔপনিবেশিক যুগের বাঙালী আছি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হল। পরিবর্তনই তো স্বাভাবিক। যদি কেউ জানতে চায় বাঙালীর পোষাক কী? ধুতি পাঞ্জাবীকে কবেই বিদায় দিয়েছি। বাঙালী খাদ্য– এক কথায় বলা যাবে না যে মাছ–ভাত। রাস্তার মোড়ে মোড়ে সেভাবে লাল কাপড় ঢাকা বৃহৎ আকারে হাঁড়িতে করে বিরিয়ানী বিক্রি হচ্ছে তাতে করে মনে সন্দেহ হতেই পারে। দক্ষিণ ভারতীয় খাবার, পাঞ্জাবী খাবার, চিনা খানা– মোঘলাই খানা সব বাঙালী উদরস্ত করে নিয়েছে।

ভাগ্যিস চৈত্র সেল ছিল তাই ১লা বৈশাখকে বাঙালী ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারেনি। অথচ বাঙালীর ১লা বৈশাখই একমাত্র উৎসব যাতে দেবতা নেই। বাঙালীর সেকুলার উৎসব বলা যেতে পারে। ওপার বাংলার মুসলিমরা ১লা বৈশাখ নিয়ে যতটা উৎসাহী এপারবাংলার মুসলিমরা কোন এক অজ্ঞাত কারণে এ বিষয়ে উদাসীন। চেষ্টা থাকলে দুই সম্প্রদায়ের মিলিত উৎসব হতে পারত বাংলার বর্ষবরণ। বাংলা ক্যালেন্ডার ঘরেই থাকে অমাবস্যা, পূর্ণিমা খোঁজার জন্য। এছাড়া বাংলা তারিখ বাঙালী জীবন থেকে অপস্রীয়মান। সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে বাঙালী আজ বাঙালীত্ব হারা।

খুব ছোটোবেলায় ১লা বৈশাখের আগের দিন মা ডেকে বলত খোকা শোন, কাল ১লা বৈশাখ– কাল যেন আমার হাতে মার খাস নি। যদি মার খাস তাহলে সারা বছর মার খেতে হবে। ফলে কালকে যা বলব তাই করবি। কথা শুনে চলবি। আমি সতর্ক থাকতাম কোনো ভুল যাতে না করি। সেই বুক দুরু দুরু করা ১লা বৈশাখ মা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে। আমার এবং বোধ হয় আম বাঙালীরও।

দেশ দেশান্তরে

নববর্ষ হোক সন্ত্রাসমুক্ত

প্রণব গুহ

জীবন ধারণের জন্য ইংরাজী নববর্ষের সঙ্গে পথ চলতে বাধ্য হলেও বাংলা নববর্ষ বঙ্গবাসীর প্রাণের উৎসব। চড়কের উপবাস দিয়ে সূচনা করে এই উৎসব শেষ হয় বাঙালির হালখাতায়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির সংস্কৃতির ইতিহাস। তাই শুধু এপার বাংলাতেই নয় বাংলা নববর্ষের উৎসব মাতিয়ে তোলে ওপার বাংলাকেও। রমনা উদ্যানে ছায়ানটের সঙ্গীতে হাজার মানুষের অংশগ্রহণে বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্প পাঠদানের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চারুকলা অনুষদের মঙ্গল শোভাযাত্রা ২১–এর ভাষা শহিদ মিনার ও সংলগ্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এই অনন্য শোভাযাত্রাকে বিশ্ব সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদের মর্যাদা দিয়েছে 'ইউনেস্কো'। কিন্তু সেই শোভাযাত্রাও আজ ধর্মীয় হানাহানির শিকার। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ফতোয়া বন্ধ করতে হবে এই শোভাযাত্রা। এমনকী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এক আইনজীবী। যদিও ওপার বাংলার হাজার হাজার মুক্তমনা মৌলবাদীদের এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছে নববর্ষ পালনকে আরও মহিমান্বিত করার মধ্য দিয়ে। তারা শপথ নিয়েছেন এবারে পয়লা বৈশাখে নববর্ষ উৎসব হবে আরও ধূমধাম করে। বাংলাদেশ সংগঠনের আহ্বায়ক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মহম্মদের এরশাদের সেনা শাসনের বিরুদ্ধে অপশক্তির অবসান ও সকলের মঙ্গল কামনায় ১৯৮৯ সালে এই শোভাযাত্রা শুরু করেছিলাম আমরা। হাজার হাজার মানুষ প্রবল উৎসাহে এই মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য হন। পাকিস্তানপন্থিরা বারে বারে এই শোভাযাত্রা বন্ধের দাবি জানিয়ে এসেছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবার সময় এসেছে এদের চিহ্নিত করে সমূলে পরাজিত করার। যাতে আর কোনও দিন এই দাবি জানাতে না পারে। ধর্মান্ধ ধর্মগুরুদের ফতোয়াকে উপেক্ষা করে বাংলাদেশে শুক্রবার পালিত হবে নববর্ষ। কিছুতেই বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মানুষ মৌলবাদীদের কাছে হারতে রাজি নন।

তবে ওপার বাংলার অসম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন এটা বলতে দ্বিধা নেই যে বাংলাদেশের ভাষা কালচার কিন্তু বদলাচ্ছে। আগে যেভাবে বাংলাকে সেখানে পাওয়া যেত সেভাবে আর পাওয়া যায় না। উর্দু ভাষার আধিক্য জায়গা করে নিচ্ছে ক্রমশ। যার দ্বারা সোনার বাংলার মাঠে ঘাটে দানা বাঁধছে ফের মৌলবাদের বীজ। এখনও এর বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে না পারলে এই বীজ যে একদিন বিষবৃক্ষে পরিণত হবে তা বলাই বাহুল্য। যদিও হাসিনা সরকার নববর্ষ পালনকারীদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু ভেবে দেখতে হবে এই আশ্বাসই বা দিতে হবে কেন। এপার ওপার দুই বাংলার মানুষই পয়লা বৈশাখ, নববর্ষ পালন করে আসছেন যুগ যুগান্ত থেকে। সেখানে মৌলবাদীদের থাবা বসছে কোন সাহসে! কারা এদের মদত দিচ্ছে চিহ্নিত করা হোক অবিলম্বে।

নিজেই নিজেকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিচ্ছে তৃণমূল

আরিফুল ইসলাম

'তৃণমূল বনাম তৃণমূল' বা 'তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল', শুনতে একটা কেমন লাগছে না? কিন্তু এটাই বাস্তব। তৃণমূল পার্টিকে অন্তত দিয়ে ভালোবাসা বা সমর্থক বা কোনো নেতা–নেত্রী আজ এই প্রতিবেদকের এই কথায় বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করবেন না। অন্ততপক্ষে প্রকাশ্যে বা জনসমক্ষে কিছু তর্কবিতর্ক হলেও মন থেকে করবেন না। একজন সাংবাদিক হিসেবে সেটা আমি নিশ্চিত। অগণিত কর্মী, ছোটোখাটো সিকি–আধুলি মার্কা নেতা, যারা মন প্রাণ দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলকে ভালোবাসত, তারা আজ পার্টির এই অবস্থা দেখে কার্যত হতাশ। মাফ করবেন, হতাশ নয়, চূড়ান্ত হতাশ। সামনেই গ্রামেগ্রামে পঞ্চায়েত নির্বাচন, যে নির্বাচন গণতন্ত্রের'আঁতুড়ঘর' বা 'প্রজাতন্ত্রের শিকড়'। সেই মজবুত শিকড়ের লক্ষ্যে কিন্তু ২০১১ সালের পর এই প্রথমবার তৃণমূল নেতৃত্বকে বাস্তবিকই রীতিমতো চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেই দিক দিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলে বলাই যায় 'ব্যাক ফুটে তৃণমূল'। এ লেখা যখন লিখছি – পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাজ্য নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেননি ঠিক কথা, কিন্তু এ রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন। এ রাজ্যে এখন চলছে 'রমজান মাস'। দেশের অন্যান্য রাজ্যে যদিও রমজান মাস কোনো ফ্যাক্টর নয় কিন্তু আমাদের রাজ্যে রমজান মাসে কোনো নির্বাচন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ রাজ্যের ৩০ – ৩৫ শতাংশ ভোটার সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটার। যদিও মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭০ শতাংশ, মালদহ জেলায় ৫৫ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫০ শতাংশ মুসলিম ভোটার এবং রাজ্যের ১১৮ টি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম ভোটাররা 'ডিসাইডিং ফ্যাক্টর'। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে মুসলিম ভোটার ২৫ শতাংশ হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট সংখ্যালঘু ভোটার ৪২ শতাংশ। তার মধ্যে তৃণমূল পার্টির এই মুহূর্তে দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটার ৫২ শতাংশ। কিন্তু এতো গেল সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব। ভোটার বা ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে আজকের দিনে পাটিগণিতের হিসেব কচকচির বাইরে। বর্তমান পশ্চিমবাংলার ঘটনাবহুল যে রাজনৈতিক চালচিত্র, তা মোটের উপর তৃণমূলের পক্ষে খুব একটা সুখকর নয়।

'পাবলিক ডমেইন' – গণতন্ত্রে এটা একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, 'জনগণের মুক্ত মঞ্চ'। আজ এই মুক্তমঞ্চে তৃণমূল রাজনৈতিক দল. বা সরকারও রীতিমতো হাজারো কৈফিয়তের সম্মুখীন ও রীতিমতো বেকায়দায়। সারদা, নারদা থেকে এখন টিএমসি দল ও সরকার জর্জরিত ও বিব্রত শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, গরুপাচার, বালি পাচার, কয়লা খাদান প্রভৃতিতে। সিবিআই, ইডি দাপিয়ে বেড়াল, অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা না আটকাতে পারা। তার উপর নওশাদ সিদ্দিকী ও কংগ্রেসের তরুণ আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীকে পুলিশের অতি উৎসাহিত গ্রেফতার করা তারপর বিচারালয়ে ব্যাপক ধিক্কৃত ও মুখ পোড়ানো। এর সঙ্গে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের অভাবিত জয় পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাস্তবিকই পার্টি হিসেবে তৃণমূল ব্যাকফুটেই।

তার উদাহরণ তৃণমূল পার্টি হিসেবে নিজেই প্রমাণ করে দিয়েছে। যেমন প্রথমতঃ, ভাঙড়ের বিধায়ক আইএসএফ–বামফ্রন্ট–কংগ্রেসের(নির্বাচনী সমঝোতা মোতাবেক) একমাত্র বিধায়ক মুখ ছিল নওশাদ সিদ্দিকী। অথচ এমন একজন বিধায়কে ৪২ দিন জেল হেফাজতে রাখতে হল সরকারকে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মানুষ এটাকে ভালোভাবে নেয়নি। এবং শুধু তা–ই নয় খোদ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও নওশাদ সিদ্দিকী ইস্যুতে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। মনে রাখতে হবে এই বঙ্গে ফুরফুরা শরিফের ভক্ত সংখ্যা প্রায় কমবেশি এক কোটি। তা–ই নওশাদের মুক্তির পর ফিরহাদ হাকিম, তপন দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়। লাগিয়েছেন ফুরফুরা।

দ্বিতীয়তঃ, এই রাজ্যের দীর্ঘ অতীত রাজনৈতিক ইতিহাসে রাজ্যের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ব্যাপক ভোটে হেরেছে, মনে পড়ছে না। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী সুব্রত সাহার অকাল প্রয়াণে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির উপনির্বাচনে যে মডেলে অর্থাৎ সব বিরোধী দল প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে মিলিত হয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে যে ব্যাপক ভোটে হারাল তাতে পার্টির হাইকমাণ্ডের চিন্তার পারদ নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার' মতো অনুব্রতর 'দিল্লি' যাত্রাও রোখা গেল না। অনুব্রতহীন বীরভূমের 'কেষ্টগড়ে' যে তৃণমূল রীতিমতো বেকায়দায় সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে কী?

বিগত দিনে উত্তরবঙ্গের আনাচে কানাচে ঘুরে দেখেছি তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা ব্যাপক। গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যদের কারুর সঙ্গে কোনও সমন্বয় নেই। উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড়ো সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক, মুর্শিদাবাদ, মালদহ বাদে দুই দিনাজপুর গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে মুসলমানরা ব্যাপক ভোট দিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু বিধায়ককে হাফপ্যান্ট মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী করেছেন। কিন্তু দিনাজপুরে গুলাম রব্বানীকে শ্রম প্রতিমন্ত্রী থেকে সরাসরি সংখ্যালঘু দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী করে বলা যায় পুরস্কৃত করেন। কিন্তু ১১ বারের বিধায়ক প্রাক্তন কংগ্রেসী ও প্রথম তৃণমূল সরকারের গ্রন্থাগারমন্ত্রী বর্ষীয়ান আবদুল করিম চৌধুরী খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লাগাতার ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন মিডিয়ায়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের বাইরে পাহাড়ের রাজনীতিতে বিনয় তামাংরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি আর ততোটা খুশি নন। শুধু তা–ই নয় গোটা উত্তরবঙ্গের ব্যাপক অংশে টিএমসির বিরুদ্ধে একটা চোরা স্রোত বইছে। সেটা অবশ্যই কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার জন্য বিজেপির পক্ষে হাওয়া মোরগ থাকছে। যদিও বিজেপির উত্তরবঙ্গে কোনও গঠনমূলক সংগঠনও নেই, কাজও নেই, শুধুমাত্র তৃণমূলের বিরোধিতা করা ছাড়া। তাসত্ত্বেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যতোই মিটিং মিছিল যতোই বলুন না কেন, 'কোনও উত্তরবঙ্গ–দক্ষিণবঙ্গ নয় শুধুই পশ্চিমবঙ্গ' তাতে কিন্তু উত্তরের মানুষের মনে চিড়ে ভিজছে না। গণতন্ত্রের সৃষ্টিশীলতা, সৃজনশীলতা, মাধুর্যতাই হলো, বিরোধী পক্ষ থাকবে, বিরোধিতা থাকবে, প্রজাদের প্রতিবাদ থাকবে, মিডিয়ার সমালোচনা থাকবে। কিন্তু সরকার পক্ষকে অবশ্যই জনগণের কণ্ঠস্বরকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকা বা তাঁর শিকড়কে সমাজ ব্যবহারে সঞ্চালিত করার কাজ অনিল বিশ্বাস করে ছিলেন তার ফলাফল (কুফল) জেনেও তৃণমূলে মুকুল রায় 'মুকুলায়ন', যুগ চালিয়ে ছিলেন। অনিল বিশ্বাসের মতাদর্শে সিপিএম বা বামফ্রন্টকে যেভাবে বাউন্ডারির বাইরে মানুষ ছিটকে ফেলে দিয়েছিল 'মুকুলায়নে' আজকের তৃণমূলকে তা–ই ভুগতে হচ্ছে।

আজ মুকুল নেই কিন্তু আমরা সকলেই তৃণমূল, এটা কখনোই হতে পারে না। পৃথিবীতে যেমন সকলকে সন্তুষ্ট রাখা যায় না, আর সকলেই আমাকে ভালো বলবে এটাও হতে পারে না। সুতরাং আগামীদিনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো তৃণমূল স্তরে এককাট্টা হবেই। সাগরদিঘি উপনির্বাচন প্রমাণিত বা অশনি সংকেত। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তৃণমূল স্তরে যারা রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের টিকিট না দিলেই বিক্ষুব্ধ হবে। আর তার সবচেয়ে বেশি আঁচ পড়বে শাসক দলের ক্ষেত্রে, কারণ তারা ক্ষমতায়। এর আগেও শেষ পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুব্রতর হুংকারের কথা জানি। 'নির্দলদের বাড়ি ঘরদোর জ্বালিয়ে দিন। বা পুলিশের উপর বোম মারুন'। আর আজ সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীরা বলছেন 'আমাদের পার্টির কেউ নির্দল টিকিটে দাঁড়ায় তার পিঠের চামরা তুলে নেওয়া হবে'। এই হুমকিতে এবার কিন্তু কাজ হবে না। তাহলে কী আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন তৃণমূলের কঠিন লড়াই হচ্ছে? অনেকে বলছেন, এটাই তৃণমূলের গৃহদাহ। না মমতা–অভিষেক জুটির ম্যাজিক আবারও পার করে দেবে তৃণমূলকে? অপেক্ষায় রইলাম দেখার।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্তিক দ্বীপে কলকাতার চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ক্যানিং : দুই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের গোসাবার প্রত্যন্ত প্রান্তিক দ্বীপ এলাকায় পৌঁছে গেলেন কলকাতা নাক, কান, গলা, চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি দল। সোমবার সেখানে বালি ২ পঞ্চায়েতের আদিবাসী পাড়া ও পূর্ব পাড়া এলাকায় একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এলাকার প্রায় ৬০০ জনের বেশি মানুষ চিকিৎসা শিবিরে উপস্থিত হন শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য। চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধপত্রও দেওয়া হয় সংস্থার পক্ষ থেকে।

এছাড়াও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যে সমস্ত রোগীর চোখের ছানি অপারেশন জরুরী, তাঁদেরকে কলকাতায় নিয়ে এসে বিনা ব্যয়ে ছানি

অপারেশন করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ৩০ জন বৃদ্ধ–বৃদ্ধার ছানি অপারেশন করা হবে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ শুভঙ্কর হোম, শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সায়ন্তন সাহা, মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অন্বেষা দাস ঘোষ, প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সাঁতারু তথা খেলাশ্রী রবীন বলদে, সমাজসেবী তথা সুন্দরবন ফাউন্ডেশন এর প্রসেনজিত মন্ডল, বান্টি মুখার্জী সহ অন্যান্যরা। এমন চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সাঁতারু রবীন বলদে জানিয়েছেন, 'খুব ছোট বেলায় বিনা চিকিৎসায় আমার বাবা হারু চরণ বলদে'র মৃত্যু হয়েছিল। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল নুন আনতে পান্ত ফুরিয়ে যাবার মতো। সেই পরিস্থিতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যাতে করে কোন অসহায় দরিদ্র মানুষজন জন বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। তার জন্য আমি প্রত্যন্ত প্রন্তিক গ্রামের মানুষের জন্য নিজেকে এমনভাবে উৎসর্গ করেছি। আগামী দিনেও এমন কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।'

লিপি ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মকর্তা শাশ্বতি হোম বলেন, রবীন বাবুর কথা শুনে আমরা বিগত দিনে সুন্দরবন সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমাজসেবা মূলক কাজ করেছি। আগামী দিনেও এমন ভাবেই অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে চাই।' সমাজসেবী প্রসেনজিত মন্ডল জানিয়েছেন, আগামী দিনে ধারাবাহিক ভাবে এমন উদ্যোগ চললে সুন্দরবনের প্রান্তিক গ্রামের দরিদ্র মানুষজন যে উপকৃত হবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই, খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই অসহায় পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের ৩ তিনটি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার চুনাখালি গ্রামপঞ্চায়েতের সচিয়াখালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন দুপুর নাগাদ ওই গ্রামেরই বাসিন্দা কর্ণ সরদার ও তার ছেলে হরি সরদার ক্ষেতে গিয়েছিলেন জনমজুরির কাজ করতে। কর্ণের স্ত্রী ললিতা সরদার ঘরের মধ্যে কাজ করছিলেন। সেই মুহূর্তে ঘরের পিছন থেকে আগুনের কুন্ডুলি দেখতে পায় প্রতিবেশীরা। তাঁরা আগুন আগুন চিৎকার শুরু করেন। কোনোমতে ঘরের ভিতর থেকে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণে বাঁচেন ললিতা দেবী। প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর কাজ হাত লাগায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন সচিয়াখালি ক্যাম্পের পুলিশ। তাঁরা দমকলকে খবর দিয়ে জল ঢেলে আগুন

নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তবে আগুনের লেলিহান শিখা কয়েক মিনিটের মধ্যে পর পর তিন ঘর গ্রাস করে নেয়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের দাবি,ঘরের পিছনে রয়েছে রাস্তা। প্রতিনিয়ত রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করেছে। সম্ভবত কেউ বিড়ি বা সিগারেট খেয়ে খড়ের গাদায় ফেলেছিলেন। তার থেকে এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্য কর্ণ সরদার জানিয়েছে,সমস্ত আসবাবপত্র সহ নগদ ২৩ হাজার টাকা ও ১৫ হাজার টাকার গহনা এবং ছেলেমেদের স্কুলের বইপত্তর,আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সব পুড়ে গিয়েছে। কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কিংবা সরকার আমাদের মতো অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ালে হয়তো বাঁচতে পারবো। তা নাহলে খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই নিয়ে বসবাস করতে হবে।

অন্যদিকে, ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারে পাশে প্রাথমিকভাবে সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর, শিক্ষক নিমাই মালি, জেলাপরিষদ সদস্যা নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল, চুনাখালি পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী বৈরাগী,বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মন্টু গাজী সহ অন্যান্যরা। আগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের হাতে বুধবার সকালে খাদ্য সামগ্রী, পোশাক ও ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়।

সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর জানিয়েছেন,ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি যাতে করে সরকারি সাহায্য পেতে পারে তার জন্য চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে, সরকারি সাহায্যের জন্য চাতকের মতো অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসবাস করছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

বাগদা হেমিওপ্যাথিক মেডিকেল ফোরামের হ্যানিম্যানের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল ফোরামের উদ্যোগে উদযাপিত হল মহাত্মা হ্যানিম্যানের ২৬৮তম জন্মজয়ন্তী। সোমবার এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। ফোরামের সভাপতি তথা হোমিওপ্যাথি চিকিৎক ডাঃ উত্তম কুমার সাহা। এরপর একে একে প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন ফোরামের সম্পাদক ডা. দিলীপ পাল, ডা. নিমাই শর্মা, ডা. নীশিথ বিশ্বাস, ডা. অনুপ মিস্ত্রি, ডা. মন্টু তরফদার, ডা. নিমাই শর্মা, ডা. প্রশান্ত মল্লিক, ডা. হরিদাস ঠাকুর, ডা. বাসুদেব বিশ্বাস, ডা. হাসিরাণী হালদার, ডা. সুশীল কুমার বিশ্বাস, সুশান্ত সাঁতরা, শতাব্দী পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা সহ হ্যানিম্যানের জীবনী পাঠ করেন ডা. চন্দন হালদার। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন ডা. প্রশান্ত মল্লিক, ডা. মন্টু তরফদার, ডা. উত্তম কুমার সাহা প্রমুখ।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ এপ্রিল ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হল বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে। সহযোগিতায় ছিল বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কালীনগর সাবমেরিন ক্লাব। উপস্থিত ছিলেন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, কামিনী কুমার গুছাইত, অধ্যাপক আদিত্য দাস, অধ্যাপিকা স্বাগতা ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তপতী রায় প্রমুখ। ডাঃ বি আর আম্বেদকরের জীবনী নিয়ে আলোচনা, ক্যুইজ, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ডিবেট, পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : বিয়ের আগেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করল এক যুবতী। মৃতের নাম রুপা মণ্ডল (২০)। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত গৌড়দহের শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি ঠিক কী কারণে বিয়ের আগে ওই যুবতী আত্মহত্যা করল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানা। স্থানীয় সূত্রে খবর শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা রুপা মণ্ডলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে গৌড়দহের বাপি মণ্ডলের। উভয় পরিবারের লোকজন ঘটনার কথা জানতে পারেন। দুই পরিবারের মতে প্রেমিক যুগলের বিয়ের দিন স্থির হয়। আগামী ১০ বৈশাখ প্রেমিক যুগলের বিয়ে। এরই মধ্যে শনিবার ওই যুবতীর আত্মহত্যার ঘটনায় রহস্য তৈরি হয়েছে।

হাবড়ার নগরউখরা মোড় থেকে সোনার বিস্কুট সহ গ্রেপ্তার ১

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়ার যশোর রোডে নগরউখড়া মোড় এলাকা থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকার সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল হাবড়া থানার পুলিশ। হাবড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে অভিযান চালিয়ে সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম অরুণ পোদ্দার। তার কাছে থাকা হাত ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২০টি সোনার বিস্কুট। যার ওজন ২ কেজি ৩৬৫ গ্রাম। যার বর্তমান বাজার মূল্য ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ২০০ টাকা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে একাধিক হাত বদল হয়ে সোনা পৌঁছয় হাবড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা অরুণের কাছে। অরুণের হাবড়া থেকে বাস মারফৎ ধর্মতলায়

অন্য ব্যক্তির কাছে এই সোনা পৌঁছে দেবার কথা ছিল। তার আগেই হাবড়ায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে তোলা হয় বারাসত আদালতে। ঘটনায় আরও কারা যুক্ত রয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত অরুণের বাড়ি ব্যান্ডেল এলাকাতে হলেও বছর পাঁচেক ধরে বেড়ি পাঁচপোতা এলাকায় নিজের তৈরি একটি বাড়িতে থাকত অরুণ।

দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে মা ও শিশুদের বিশেষ ব্যবস্থা সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ এপ্রিল সাগর ব্লকের মুড়িগঙ্গা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকফুলডুবি প্রাথমিক স্কুলে বসেছিল দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে উপচে পড়েছিল ভিড়। তীব্র দাবদাহের মধ্যে মা ও শিশুদের সাময়িক স্বস্তি দিতে করা হয়েছিল বিশেষ কাউন্টার। সেখানে যে সমস্ত মায়েরা শিশুদের নিয়ে এসেছিলেন তারা যাতে বিশ্রাম নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সেখানে শিশুদের জন্য ছিল গরম দুধের ব্যবস্থা। শুধু তাই নয় চকলেট সহ অন্যান্য খাবারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে অভিনব এই ব্যবস্থা দেখে খুশি মায়েরাও।

কোনও মা যাতে অসুবিধার মধ্যে না পড়েন সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন সাগরের বিডিও সুদীপ্ত মন্ডল। ওই ক্যাম্পে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামির শাহ, মুড়িগঙ্গা–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গোবিন্দ মণ্ডল, সাগর ব্লকের মৎস্য আধিকারিক হরিদাস ধাঁড়া সহ প্রশাসনিক কর্তারা। এই ক্যাম্প পরিদর্শন করার সময় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা কিছু ব্যক্তির ফর্ম নিজে পূরন করে দেন। সেই সঙ্গে মা ও শিশু আলয়ে শিশুদের দুধ পান করান।

ঝড়ের আশঙ্কা?

প্রথম পাতার পর

কারণ এই পঞ্চায়েত নির্বাচনই বলে দেবে এ রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে তৃণমূল কংগ্রেস আদৌ রাজনীতিতে টিঁকে থাকতে পারবে কি না। অমিত শাহ শুক্রবার সিউড়িতে এসে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে টপকে আগামী লোকসভা নিবর্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। বাংলার বিজেপি নেতাদের টার্গেট দিয়ে গিয়েছেন ৩৫ টি আসন জেতার। সেটা আদৌ সম্ভব হবে কী না তারও একটা ইঙ্গিত দেবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন।

জ্যোর্তিবিদরা মে মাসকে ধূমকেতুর মাস বলে অভিহিত করেন। এই মাসে আকাশে দেখতে পাওয়া যায় হ্যালির ধুমকেতু। রাজনৈতিক সূত্র বলছে মে মাসে নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তের ইতি সিবিআই যদি টানতে পারে তাহলে আরও বেশ কিছু দুর্নীতির ব্রিফ অপেক্ষা করছে আদালতের দরজায় আছড়ে পড়ার জন্য। যা রাজনীতির আকাশে ধূমকেতু হয়ে উঠতে পারে।

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এ প্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। সবকিছুই নিয়ম মেনে হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় আমরা নম্বরের একটা মাত্রা করে দিয়েছিলাম। সেই মাত্রায় যারা পড়েছে, তাদের ওরাল পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তবে ওরালটাও আমরা নিইনি। এই ওরাল টেস্টটা নিয়েছিল ডিএলবি, এমইডির লোক এবং ডিএম–এর লোক। এখানে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই। কেউ যদি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে থাকে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিতে হবে সে অযোগ্য লোক। আমাদের পুরসভায় যারা চাকরি পেয়েছে, তাদের থেকে একটা টাকাও নেওয়া হয়নি। এই অভিযোগের সপক্ষে তো প্রমাণ দেওয়া দরকার।' এপ্রসঙ্গে বারাসত পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা বিরোধীদের চক্রান্ত। তবে এ ব্যাপারে কোনও অভিযোগ আমার কাছে আসেনি। আসলে আমরা যারা চাকরির পরীক্ষা দিই, তারা সকলেই চাকরি পাওয়ার জন্য প্রত্যাশী থাকি। হয়তো এহেন আবেগ থেকে অভিযোগকারী এমনটা বলছে। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি গত পুরবোর্ডে পুরপ্রধান ছিলেন সুনীল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরসভায় যে এমপ্লয়মেন্টগুলো হয়েছিল সেগুলো যথেষ্ট স্বচ্ছতার সঙ্গেই হয়েছিল। চাকরির জন্য টাকা চাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তা ঠিক নয়। এটা তৃণমূলের পুরবোর্ডকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিরোধীদের সাজানো চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।'

নদী বাঁধে ধস

প্রথম পাতার পর

আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ীরা। এমনিতেই সুন্দরবনের হোগল নদীর একাধিক জায়গাতেই বেশ কয়েক বছর ধরেই ভাঙন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভাঙন নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন রয়েছেন। সেই অবস্থার মধ্যেই এদিনের এই ভাঙন আরো উদ্বেগ বাড়িয়েছে বাসিন্দাদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন সেচ দপ্তরের কর্মীরা। নদীতে ভাটা পড়লে বাঁধ মেরামত করা হবে বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এই ভাঙন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপান উতোর। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেওয়ার কারণেই নদী গুলোর বাঁধ ঠিকঠাক মেরামত করা যাচ্ছে না। এর পাল্টা হিসেবে বিজেপি'র জয়নগর জেলা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার অভিযোগ করে বলেন, "নদী বাঁধ মেরামতের জন্য কেন্দ্র সরকার যে টাকা বরাদ্দ করেছিল সেই টাকা দুর্নীতি করেছে সেচ দপ্তর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো। যে কারণে নদীবাঁধের ভগ্ন দশা রয়ে গিয়েছে। যার কারণে সময় অসময়ে নদীবাঁধে ধস নামছে,কোথাও বা বাঁধ ভাঙছে।"

ফতেপুরে শতাব্দী প্রাচীন গোষ্ঠ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেলার শুরুটা যে কবে হয়েছিল তা নিয়ে কিন্তু মতভেদ আছে। ফলতার ফতেপুরের দ্বাদশ গোপাল মন্দিরকে কেন্দ্র করে চলে এই মেলা। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এখনো গরু ডাকলে এই মেলার শুভ সূচনা করা হয়। আর মেলা চলে ৬ দিন ধরে। মেলাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। দূর–দূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা তাদের সন্তানের মনস্কামনায় দ্বাদশ গোপালের কাছে পুজো দেন। নববর্ষের শুরুতে এই মেলার আনন্দ উপভোগ করতে দূর–দূরান্ত থেকে মানুষ যেমন এই মেলাতে আসেন তেমনি মেলার আনন্দে মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরাও। এদিন নববর্ষের পুজো সঙ্গে নাড়ু, ভোগ ও আত্মীয়–স্বজনের কোলাহলে মেতে ওঠে গ্রামের প্রতিটা বাড়ি।

প্রচলিত রীতি মেনে এদিন সকাল থেকেই শতাধিক ঢাকি ও হাজার হাজার মানুষের সমারোহে হয় নগর পরিক্রমা। বিভিন্ন কৃষ্ণ মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে এসে এদিন দ্বাদশ গোপাল মন্দিরে রাখা হয়। প্রাচীন প্রথা মেনে ফতেপুরের জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ দেবকে সবার শেষে দ্বাদশ গোপাল মন্দিরে নিয়ে আসা হয় এবং ভোরেই জগন্নাথ দেবকে আবার মন্দিরে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। এলাকাবাসীদের কথায় বড় পুজো অর্থাৎ দুর্গাপুজোর থেকেও এই মেলা তাদের কাছে অনেক বেশি আবেগের।

দিন বদলের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে মেলার পরিচালন মণ্ডলীতে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমন বৈচিত্র এসেছে মেলার আচরণেও। ফুচকা, ঝালমুড়ি, ঘুগনি, মনোহারী দোকান যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে বড়সড় দোকান, বড় হোটেল–রেস্টুরেন্ট। এছাড়াও মেলাতে রয়েছে ইলেকট্রিক নাগরদোলা, ট্রয় ট্রেন, সার্কাস সহ বিভিন্ন খেলাধুলা।

বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতির মেলবন্ধন ফুটে ওঠে এই মেলায়, মেলাতে একদিকে যেমন চলে ছোটদের নাচ–গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, তেমন চলে পুতুলের নাচ, যাত্রাপালা গান। মেলার সমাপ্তি হয় কলকাতার শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

২০০ বছরের গোষ্ঠ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালী মণ্ডল জমিদারদের সৃষ্টি গোষ্ঠ মেলা আজও নিয়মরীতি মেনে ১ বৈশাখ ধূমধাম করে উদযাপিত হয়। মেলার বয়স দুই শতাধিক বছর পেরিয়ে গেছে। এবারও যথারীতি গোষ্ঠ মেলা হবে বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনের মাঠে।

একদা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাওয়ালী গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম সংস্কার করছে বাওয়ালী মন্দির উন্নয়ন কমিটি। জমিদারদের বংশধররাও সহযোগিতা করছেন। মন্দির উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক সুমন পাড়ুই জানালেন, 'ঐদিন রাধা বল্লভ জীউর মন্দির থেকে বিগ্রহগুলি মাঠে আনা হবে এবং নিয়মরীতি মেনে গোষ্ঠ পূজা হবে। এই মেলায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাঝি জানালেন, বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদাররা বৈষ্ণব ছিলেন। তাই রাধাকৃষ্ণের পুজোর ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। সাবেক মণ্ডল জমিদাররা কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে গোষ্ঠের মেলা বসাতেন। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ হলেন গোবিন্দ। আনুমানিক জমিদার মানিক মণ্ডল স্বপ্নাদেশ পান ১লা বৈশাখ পুণ্যাহ তিথিতে যেদিন জমিদারদের খাজনা রাজস্ব সংক্রান্ত নতুন খাতা হতো সেদিনই গোষ্ঠ মেলা করতে হবে। সেই থেকে ১লা বৈশাখ গোষ্ঠ মেলা হয়ে আসছে। সারা মাস ধরেই জমিদার এলাকার নানা জায়গায় গোষ্ঠ হয়। যেমন ২ বৈশাখ হবে ফকিরহাট খোলায়। মণ্ডল জমিদারদের ছিল ১২ মাসে ১৩ পার্বন। সত্যপীর তলার কাছে শ্যামসুন্দর জীউর আটচালার যে মন্দির ছিল যেখানে বন গোষ্ঠ নামে এক গোষ্ঠ মেলার আয়োজন করেছিলেন জমিদার প্যারীলাল মণ্ডল। পরবর্তী সময়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১লা বৈশাখের গোষ্ঠ মেলা আজও চলছে– সেই ঐতিহ্যে বহন করে।

পঞ্চায়েত ভোটের দেওয়াল লিখন, আগেভাগেই পূর্ব বর্ধমানে এগিয়ে 'শূন্য' সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকভাবে দিনক্ষণ ঘোষণার অনেক আগেভাগেই পূর্ব বর্ধমানে বিরোধীদের তুলনায় কার্যত এগিয়ে থাকল 'শূন্য' পাওয়া সিপিএম। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বুথে বুথে সিপিএমের প্রার্থী তালিকার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। লালঝান্ডার এই দলটি এবার পাড়ায় পাড়ায় ভোটের দেওয়াল লিখনের (প্রার্থীর নাম বাদ রেখেই) অধিকাংশ কাজই শেষ করে ফেলেছে। এই মূহূর্তে রাজ্যের শস্যগোলা এই জেলার প্রতিটি কোণায় দেওয়ালে দেওয়ালে লাল রংয়ে কাস্তে–হাতুড়ি–তারা চিহ্ন শোভা পাচ্ছে। সেইসঙ্গে দেওয়াল লিখনের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে বঞ্চনা, প্রতিবাদের নানা ভাষা। রাজ্যজুড়ে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৬৩ হাজার ২২৯টি গ্রাম সংসদে, ৯ হাজার ৭৩০টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৯২৮টি জেলা পরিষদ আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। মোট ৬১ হাজার ৩৪০টি বুথে ভোট গ্রহণ হবে। পাশাপাশি অক্সিলিয়ারি বুথের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার।এক হাজার ভোটার পিছু একটি করে বুথ থাকবে। একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মে মাসেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে চলতি মাসের শেষের দিকে দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।সেই লক্ষ্যে সর্বস্তরে প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে।পূর্ব বর্ধমান

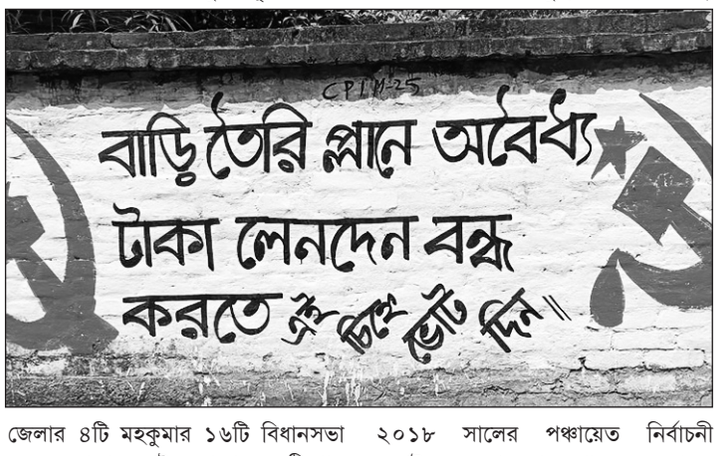

জেলার ৪টি মহকুমার ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় মোট ৪ হাজার ১০টি গ্রাম সংসদ, ৬৩৭টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৬৬টি জেলা পরিষদের আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। বামফ্রন্ট তথা সিপিএম এবারের পঞ্চায়েত ভোটের লড়াইয়ে অনেক আগে থেকেই কার্যত কোমড় বেঁধে নেমে পড়েছে।বামেদের কাছে একসময় 'লালদুর্গ' ছিল অবিভক্ত বর্ধমান জেলা।এই 'লালদুর্গ' নিয়ে বামেদের দেশজুড়ে গর্ব ছিল। কিন্তু, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দান থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের 'বিধ্বংসী ক্ষমতা'র কাছে পর্যূদস্ত হয়ে বামেদের 'শূন্য' হাতেই ফিরতে হয়েছে। তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে সিপিএম সেই মর্যাদা ফিরে পেতে কার্যত মরিয়া। বিভেদের রাজনীতি সহ নানাবিধ দুর্নীতি, বেনিয়ম, স্বজনপোষণ এবং জনবিরোধী নীতির ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির বিরুদ্ধে সিপিএম 'অলআউট' আক্রমণের রাস্তায় হেঁটে মানুষের মন পেতে লাগাতার চেষ্টা করে চলেছে। অন্যদিকে, রাজ্য এবং কেন্দ্রের শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি এই জেলায় এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে একে অপরের দিকে কার্যত কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতেই ব্যস্ত। জেলাজুড়ে বিভিন্ন সভায় যুযুধান এই দু'পক্ষ যখন ধারাবাহিকভাবে আকচাআকচিতে মেতে রয়েছে তখন সিপিএম জনসমর্থন পাওয়ার আশায় আগেভাগেই মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যাচ্ছে। এরই মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপির প্রবল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আবারও প্রকাশ্যে এসে পড়ায় বেকায়দায় গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের আদি এবং নব্য কর্মীদের একাংশের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে মতবিরোধ চলতে থাকায় দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বেশ অস্বস্তিতে। এই দুই দলের গোষ্ঠীকোন্দলের সুযোগ নিয়ে সিপিএম পূর্ব বর্ধমান জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে কতখানি বাজিমাত করতে পারে সেদিকেই তাকিয়ে আমজনতা। যদিও জেলা সিপিএমের সম্পাদক সৈয়দ হোসেন বৃহস্পতিবার সকালে টেলিফোনে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানিয়েছেন, মানুষের ভোটদানের অধিকার ফিরিয়ে দিতে বামফ্রন্ট বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, পাড়ায় পাড়ায় শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বেকার যুবক যুবতীরা একেবারে কোণঠাসা। এবার মানুষ অনেক বেশি সচেতন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অপশাসন আর বিভেদের রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ এবার সমুচিত জবাব দেবে। সিপিএম প্রতিটি মানুষের ভোট দানের অধিকার রক্ষার দাবিতে লড়াই করছে। তাই এবার সর্বত্র ভোট লুটেরাদের বিরুদ্ধে মেঠো ভাষাতেই জবাব দিতে প্রস্তুত আমরা। ভোট লুটেরাদের রুখে দিয়ে মানুষের অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠিত করবই।

শুভেন্দুর সভায় বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনুব্রতহীন বীরভূম জেলায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃনমূলের সঙ্গত্যাগ বাড়ছে। ৯ এপ্রিল বিকালে মুরারই কাস্তেরা মাঠে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুরারই ব্লকের ভাদিশ্বর গ্রামের একশোজন তৃণমূলকর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বনির্ভরতার দিশারী সিউড়ির জয়ন্ত

অভীক মিত্র : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করছে ইডি সিবিআই। সরকারি চাকরির অভাব গ্রাস করেছে যুব সমাজকে। চাকরি ছাড়া বিকল্প পথে আয়ের জন্য হন্যে হয়ে বিকল্প রাস্তা খুঁজছে যুব সমাজ। তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যাবসাকে পছন্দ করছে। সেইরকমই একজন সিউড়ির জয়ন্ত দাস। ছোটো হাতি গাড়ি করে প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত সিউড়ি ভগত সিং পার্কের কাছে দক্ষিণ ভারতীয়, চাইনিজ (ধোসা, পরোটা, মাঞ্চুরিয়ান, রোল, চিলি চিকেন) খাবার বিক্রি করে। দিনদিন বাড়ছে ক্রেতার সংখ্যা। জয়ন্ত বলেন, আগে হোটেলে কাজ করতাম। লকডাউনের পর একটা পরিকল্পনা করে এই ব্যবসা শুরু করি। ৩ বছর ধরে করছি। রেস্টুরেন্টের থেকে কম দাম এখানে। খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। দেরি হয়ে গেলে কোনো কোনোদিন এখানেই গাড়ি রেখে বাড়ি চলে যাই, অসুবিধা হয় না।

গুপ্তিপাড়া বইমেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সপ্তমবর্ষ গুপ্তিপাড়া বইমেলার উদ্বোধন হল গত ৯ এপ্রিল বিকেলাসাড়ে ৪টেয় গুপ্তিপাড়া হাইস্কুল মাঠে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তারকেশ্বর মঠের মঠাধিশ দন্ধিস্বামী সুরেশ্বর আশ্রম মহন্ত মহারাজ। প্রখ্যাত লেখক ও চিত্র পরিচালক অশোক বিশ্বনাথন, অঞ্জন কর, অমিতাভ রায়, বিধায়ক অসীম মাঝি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর দীপক বড়পণ্ডা, আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ ও বইমেলা কমিটির সভাপতি শুভ সরকার। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বোধনী সঙ্গীত ও নৃত্যের পর বরণ করে নেওয়া হয় অতিথিদের। এরপর প্রদীপ জ্বালিয়ে বইমেলার উদ্বোধন করেন অশোক বিশ্বনাথন এবং বইমেলা কমিটির সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল সকলকে বইমেলায় স্বাগত জানিয়ে বলেন, '২ বছর কোভিডের জন্য বন্ধ থাকার পর ফের অনেক কষ্ট করে আয়োজন করা হয়েছে এই বইমেলার। এই বইমেলায় প্রতিদিন ক্যুইজ, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, বিতর্ক সভা, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।হাইস্কুল প্রাঙ্গনে মেলা চলবে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত।

প্রকৃতির পাঠশালা আরও বর্ণময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১২ এপ্রিল বজবজ-২ নম্বর ব্লকের প্রকৃতির পাঠশালা জীব-বৈচিত্র্য উদ্যানে আরও চারটি গাছবাড়ি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হলো। যেগুলি হলো ছুটি, চিত্রা, জোনাকি এবং তিতলি। এর আগে বাতায়ন খুলে দেওয়া হয়েছিল। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত দপ্তরের বিশেষ সচিব শক্তিসীতা ভট্টাচার্য, বিজ্ঞানী অনির্বাণ রায়, সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিডিও নবকুমার দাস।

বীরভূমে এগোলো স্কুলের সময়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মের তীব্র তাপদাহে নাকাল বীরভূম জেলার বাসিন্দারা। সকাল দশটার পর রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যাচ্ছে। বীরভূম জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালে করার নির্দেশ দিয়েছে বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশ মতো বুধবার বারো এপ্রিল থেকে বীরভূম জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালে স্কুল চালু হয়েছে। জেলার দুইহাজার চারশত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় তিন লক্ষের উপর পড়ুয়া রয়েছে। বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সংসদ চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক বলেন, অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের জন্য পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল সেইজন্য ২৪০১ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সকালের শিফটে আনলাম । সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত স্কুল টাইম হবে । প্রত্যেক শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বলেছি পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা রাখতে যাতে তাপপ্রবাহে পড়ুয়াদের অসুবিধা না হয় । গরম কমবে তখন আবার ডে শিফটে বিদ্যালয় হবে ।

পানীয় জলের সমস্যায় হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের ৫০০ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চৈত্র মাস শেষ হতে চললো।প্রখর তাবদহে পুড়ছে বাংলা।আর এই তীব্র দাবদহ পড়তে না পড়তে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন সুন্দরবনের বহু এলাকা সহ জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের হরিনারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মন্ডল পাড়ার বাসিন্দারা। ওই এলাকায় ৫০০ টি পরিবার আছে যাদের একটি ডিপ টিউব কলের উপর নির্ভর করতে হয়।তাদের খাওয়া থেকে রান্না সবটাই একটি মাএ কলের ওপর নির্ভর। তাও বেশির ভাগ সময় খারাপ হয়ে পড়ায় সমস্যায় এলাকার মানুষ। জল সংকটে ভুগছে এলাকাবাসী। দেড় থেকে দু কিলোমিটার দূর থেকে জল

আনতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ,এই কলের জলে আয়রনের পরিমান এত বেশী থাকার জন্য সেই জল খাওয়া যায়না। পাশাপাশি আরও একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। এই এলাকার বেশিরভাগ বাড়িতে পিএইচ দফতর থেকে বাড়িতে বাড়িতে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের লাইন দেওয়া থাকলেও এখন ঠিক মতন জল আসে না তাতে।ফলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এলাকাবাসী দের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি এত দূর থেকে জল আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মাঝেমধ্যেই পুকুরের জল দিয়েই তারা রান্নার কাজ করতে হচ্ছে।উল্লেখ্য হুর তথ্য অনুযায়ী জয়নগর ১ নং ব্লক আর্সেনিক প্রবন বলে চিহ্নিত।এ বিষয়ে হরিনারায়নপুর পঞ্চায়েত প্রধান প্রবীর সরদার বলেন,আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানতাম না। সংবাদ মাধ্যম থেকে জানতে পারলাম। যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। আর এলাকার মানুষ চায় এই গরমে দ্রুত পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হোক।

অজ্ঞাত পরিচয় দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর পঞ্চাশ বয়সের এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার বৈতরণী মহশ্মশান সংলগ্ন এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্ত পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার বিকালে বৈতরণী মহাশ্মশান সংলগ্ন একটি জলাশয়ের মধ্যে এক ব্যক্তিকে ভাসতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় চাউর হয়ে যায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর যায় পুলিশে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ক্যানিং থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

জঙ্গল দস্যুদের হাতে আক্রান্ত সুন্দরবনের মৌলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাদাবন মানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবন। চলতি এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ থেকে মধু সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। বনদপ্তর থেকে বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে ১৫ দিনের জন্য ৭৫ টি দলের মোট ৫৭৬ জন মৌলি সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করার জন্য প্রবেশ করেছেন। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে মঙ্গলবার রাতে সজনেখালি রেঞ্জের পঞ্চমুখানি জঙ্গল সংলগ্ন নদীখাঁড়িতে জলদস্যুদের কবলে পড়ে মধু সংগ্রহকারী একটি দল। জানা গিয়েছে মঙ্গলবার মধু সংগ্রহ করে সুন্দরবনের সজনেখালি রেঞ্জের পঞ্চমুখানি খালে মঙ্গলবার রাতে ৭ জনের এক মধুসংগ্রহকারী দল নৌকায় ঘুমিয়েছিল। আচমকা রাতের অন্ধকারে জলদস্যুরা হামলা চালায় মৌলিদের নৌকায়। বেধড়ক মারধর করে মৌলেদের। নৌকায় মজুত থাকা সংগৃহিত মধু নিয়ে নেয়। এরপর মৌলিদের হাত বা বেঁধে পণবন্দি করে নৌকায় ফেলে রাখে বলে অভিযোগ। গভীর রাতে জলদস্যুরা যখন ঘুমে অচেতন, তখনই কোনোরকমে হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে অনিল মিস্ত্রী ও গোবর্ধন মণ্ডল নামে দুই মৌলি পালিয়ে আসে। প্রথমে তারা বাঘের ভয় উপেক্ষা করে জঙ্গলে নেমে পড়ে। এরপর হেঁটে সোজা চলে আসে বনদপ্তরের সড়কখালি ভাসমান ক্যাম্পে। সেখানে ঘটনার কথা জানায় তারা। বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন। অন্যদিকে, জলদস্যুদের ঘুম ভাঙতেই দেখতে পায় দু'জন মৌলি নেই। বিপদ হতে পারে ভেবেই অন্যান্য মৌলিদের ছেড়ে দিয়ে

পালিয়ে যায়। বনদপ্তরের কর্মীরা পঞ্চমুখানি জঙ্গল এলাকা থেকে অক্ষত অবস্থায় মৌলিদের উদ্ধার করে আনেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর জোন্স জাস্টিন জানিয়েছেন, 'মধু সংগ্রহকারীদের ওপর হামলার একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৬ টি বাংলাদেশী নৌকা আটক করা হয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢুকেছিল। অন্য নৌকার সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'অন্যদিকে, গোসাবার জেলা পরিষদ সদস্য অনিমেষ মণ্ডলও এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন।

ইঞ্জিন ভ্যান উল্টে জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তার পাশে রাখা ইমারতি দ্রব্যের ওপর চাকা উঠে বেসামাল হয়ে উল্টে গেল যাত্রী বোঝাই একটি ইঞ্জিন ভ্যান। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় এলাকায়। জখম হয়েছেন প্রদীপ সরদার,বাবলু সরদার ও মানিক সরদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রাজবাড়ির আটপাড়ার বাসিন্দা তিন যুবক পেশায় টিউবওয়েলের মিস্ত্রী। এদিন রাতে টিউবওয়েল সারানোর জন্য ইঞ্জিনভ্যানে করে রওনা দিয়েছিলেন দিঘীরপাড়ের উদ্দেশ্যে। রাতের অন্ধকারে রাস্তার পাশে ইমারতি দ্রব্যের উপর চাকা উঠে গেলে বিপত্তি ঘটে। উল্টে যায় ইঞ্জিন ভ্যান। গুরুতর জখম হয় তিনজন। রাতের অন্ধকারে ঘটনার কথা জানতে পেরে স্থানীয় লোকজন দৌড়ে আসেন। তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনজনের মধ্যে প্রদীপ সরদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জীবনতলার রাস্তার বেহাল দশা

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার অধীনে দেউলি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত মল্লিকাটি আদিবাসী পাড়ার মুখ থেকে মল্লিকাটি বাজার ত্রিকোণমুখ পর্যন্ত তিন কিলোমিটার রাস্তা আজও ঢালাই হল না। মল্লিকাটি গ্রামের বাসিন্দার পরিতোষ সরদার জানান, বামফ্রন্টের আমলে কিছু ইঁট পড়েছিল, তারপর ওই রাস্তার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকাননি। উল্লেখ্য কোন জায়গায় ইঁট আছে কোন জায়গায় মাটি। যানবাহন চলাচল তো দূরের কথা একটু বর্ষা নেমে গেলে আর চলাচল করা যায় না। আমরা অবিলম্বে দাবি করছি এই রাস্তাটি ঢালাই করে দেওয়া হোক। মল্লিকাটি গ্রামের আর এক বাসিন্দা কাশীনাথ বাবু বলেন, জনবহুল এই রাস্তা দুই দিকে আদিবাসী গ্রামে বসবাসকারী ২০০০ মানুষ খুব অসুবিধার মধ্যে আছে। রাত্রে অসুস্থ হয়ে গেলে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন অ্যাম্বুলেন্স ওই রাস্তায় আসে। আশা রাখবো সামনে পঞ্চায়েত ভোট, এই সময় যদি ঢালাইটা করে দেয় খুব উপকৃত হব। দেউলি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইসমাইল মোল্লা বলেন, এই মুহূর্তে ফান্ডে কোন টাকা নেই, যদি ইতিমধ্যে ফান্ডে টাকা ঢুকে যায় যে করে হোক আমরা ওই রাস্তাটি ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করে দেব। জানি অনেক দিন থেকে ওই রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আইসিডিএস আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে। যেভাবে হোক ওই রাস্তা দিয়ে ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করে দেবই।

নামখানায় পানীয় জল প্রকল্পের শিলান্যাস মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে গিয়ে গত বৃহস্পতিবার নামখানা ব্লকের সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এদিন তিনি নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি বেশ কিছু স্কুল পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে তারিক নগর গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী পরিষেবা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালেও চলে আসেন মন্ত্রী। জল প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে খোঁজখবর নেন। পিএইচই ওভার ট্যাংকের মাধ্যমে নামখানা ব্লকের ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৯ টি নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের শিলান্যাস করেন তিনি।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বর্ষশেষ ও নববর্ষ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সকল দেশেই বর্ষ শেষ ও নববর্ষ এই দুটি দিন মহা সমারোহে পালিত হয়। আমাদের বাংলা দেশে যে ভাবে বর্ষ শেষ এবং নববর্ষ উৎসব সম্পন্ন হয় তার সঙ্গে ভারতের অন্য প্রান্তের বিশেষ মিল নেই। এই একটি দিক থেকে বিচার করলে বাঙালী জাতির প্রাচীনত্ব বিষয়ে একটা সঠিক হিসাব পাওয়া সম্ভব।

সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে কৃষি প্রধান দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠান লোকাচারের নানা রকম স্থানীয় প্রথাও আবার মিশে গেছে। মিশর দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। সেখানকার পূজা পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের অনেক মিল পাওয়া যায়।

জেমস ফ্রেজার কৃত Golden Bough নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে–

''Under the name of Osin's Tammuz adonis and Attis the Moples of Egypt and Western Asia, represented the yearly decay and revival of like which they personified as a God who annually died and rose again from the dead.''

আমাদের দেশে এই উৎসবের শুরু দোলযাত্রার পূর্ব দিন 'নেড়াপোড়া' বা বহ্ন্যুৎসবের কাল থেকে। কালক্রমে লোকাচারের সঙ্গে অনেক রকম পূজার আচার ও পদ্ধতি মিশে গেছে। এ দেশের আদিবাসীরা ধর্ম ঠাকুর নামক এক অদ্ভুত দেবতার পূজা করে থাকেন। ধর্ম ঠাকুর যে ঠিক কোন দেবতা তা কেউ জানে না, বৈষ্ণব ধর্ম দেবতা কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর সঙ্গে মিশিয়েছেন, এবং কোনো কোনো অঞ্চলে তুলসীপাতা চন্দন ইত্যাদি দ্বারা শালগ্রাম সামনে রেখে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিল্বপত্র ও তুলসী পত্র দুই ব্যবহার হয়। ধর্ম ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠানে বাণেশ্বর শিবের নামে ধ্যান করা হয়। সেই ধ্যানমন্ত্র শিবের ধ্যানের মত।

এরই সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে শিবের গাজন। বাংলা দেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে সমগ্র চৈত্রমাস সন্ন্যাসের কাল। শিবের গাজনে ঘোড়ার বালাই নেই। ধর্ম ঠাকুরের দোল উৎসবও দেখেছি মহা সমারোহে পালিত হতে। গাজনের সন্ন্যাসীদের বলা হয় ভক্ত্যা বা ভক্তিয়া। এরা ব্রত সংযম, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, ইত্যাদি পালন করে অনেকটা অশৌচ পালনের মত। ধর্মের গাজনে ধর্মদেবের সঙ্গে নীলাবতীর বিবাহের রীতি আছে। এসেছে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও নীলের উপবাস করে থাকেন। কারণ কিন্তু কারো জানা নেই।

পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, যে সব আর্যগণ জাতে পতিত হয়েছিলেন সেই ব্রাত্য আর্যদের একটি দল চৈত্র সংক্রান্তির দিন জাতে উঠেছিলেন তাই সেই স্মৃতি উদ্‌যাপিত হয় শিবের গাজন গানের মাধ্যমে সন্ন্যাসীদের দ্বারা।

ওসাইরিকের মত শস্য দেবতা এডোনিস-এর তিরোধান দিবসে গাজন সন্ন্যাসীদের মতো গান করা হত। তারা মাথা কামিয়ে বিলাপ করত। মিশরের জনগণ ধর্মীয় ষাঁড় এপিসের মৃত্যু দিবস পালন করতেন। গাজনের সন্ন্যাসীরা বানেশ্বরকে নদীর জলে স্নান করায়, এডোনিকের প্রতীককে জলে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা ছিল। অশৌচ বিধি পালন বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে কিন্তু তার স্থান এখানে নেই। একথা শুধু উল্লেখ করা কর্তব্য যে মিশর ও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে অনুন্নত সমাজের মধ্যে পাওয়া যায়। ধর্মপূজা বিধান, শিবের গাজন, ধর্মদেবের গাজন ইত্যাদি নানাবিধ আচার একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আমাদের চৈত্র সংক্রান্তির বর্ষ শেষ উৎসব। তবে সমগ্র ব্যাপারটির মধ্যে কৃষি প্রধান দেশের মানুষের উত্তম ফসল লাভের আকাঙ্খাটাই এই উৎসব পালনের হেতু মনে হয়।

একদিকে মৃত্যু অন্য দিকে জন্ম। ওলাইরিসের শোক পালন হয়, তাকে করবস্থ করা হয়। কিন্তু সে আবার জন্মায়। পুরোহিত একটি বাকস যুক্ত বেদী বহন করে নিয়ে আসেন বলেন ওসারিসকে পাওয়া গেছে। ভান উৎসব হয়। চড়ক গাছকে জাগানোর মধ্যে এই ভাবে নতুন জন্মের প্রতীকি ইঙ্গিত আছে।

বিষয়টি অনেক ব্যাপক এবং বিস্তারিত। অতি সংক্ষেপে সারমর্মটুকু দেওয়া গেল। আমাদের বাংলা দেশে বারো মাতে তের পার্বন। তাই ধর্ম ঠাকুর, শিবঠাকুর সব এক যোগে মিলে মিশে গিয়েছেন।

নববর্ষের দিনটি আনন্দের। পয়লা বৈশাখটি আমাদের দেশে ব্যবসায়ীরা এই দিনটিতে খাতা মহরৎ ইত্যাদি করে থাকেন। কালিমন্দিরে খাতাপূজা করা হয়, গণেশ পূজা করা হয়। আর সন্ধ্যায় হালখাতা উৎসব হয়। সিঁদুর দিয়ে দোকানের দেওয়ালে লেখা হয় 'শ্রীশ্রীকালীমাতা চরণাশীর্বাদে এই ব্যবসা করিতেছি--'। হালখাতার দিনে খরিদ্দারদের আমন্ত্রণ করে আনা হয় ও মিষ্টান্নাদিতে পরিতৃপ্ত করা হয়। তাঁরা পুরাতন পাওনা মিটিয়ে দেন। মিষ্টিমুখে শিষ্টাচারে দিনটি এক রকম আনন্দে কেটে যায়।

এই পয়লা বৈশাখের পরদিন 'গোষ্ঠ উৎসব' হতে দেখেছি, সেই উৎসবটি কেন হত তা জানা নেই। তবে গোষ্ঠের মেলা অনেকটা চড়কের মেলার মতো। তবে এই সময় 'পুতুল নাচ', যাত্রাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকত।

কলকাতা শহরে চড়কের দিনটিতে এক ধরণের সঙ বেরোত। তার নাম 'জেলেপাড়ার সঙ'। বহুবাজার অঞ্চলের ধীবর সম্প্রদায় এই সঙএর ব্যাপারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। এই সব সঙের ছড়া রচনা করতেন অমৃতলাল বসু প্রভৃতির মতো খ্যাতনামা মনীষীরা। তার মধ্যে সারা বছরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাঙ্গাত্মক দিকটিকে ফুটিয়ে তোলা হত।

এখন অনেক কিছুই লুপ্ত হয়েছে। আবার অনুষ্ঠানের বাহুল্য কমেছে, কিন্তু হুল্লোড় কিছুই কমে নি। পয়লা বৈশাখে তাই পথে বেরোলেই বিপদের সম্ভাবনা। যানবাহনের অভাবে সংকট আরো গুরুতর আকার ধারণ করে।

তথাপি নববর্ষ। সেদিনের আনন্দ অবিস্মরণীয়।

৭ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৩, ১লা বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার

বছর শেষের উৎসবে মেতে উঠল রাঢ়বঙ্গ

দেবাশিস রায় : বছর শেষের চিরাচরিত উৎসবে মেতে উঠল রাঢ়বাংলা।পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার একাংশ অর্থাৎ বৃহত্তর রাঢ়বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ গাজন উৎসবে শামিল হয়েছিল।এরই পাশাপাশি ছিল নীল ষষ্ঠীর ব্রত উদযাপনের ব্যস্ততা। অন্যদিকে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসবের আয়োজনও নজর কাড়ে। অর্থাৎ গাজন, বোলান, নীলপুজো প্রভৃতি উৎসব উদযাপনকে কেন্দ্র করে চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে রাঢ়বাংলার অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ চোখে পড়ে। এই সময়ে পাড়ায় পাড়ায় গাজন সন্ন্যাসীদের পাশাপাশি নীলপুজোর উপাসকদের কঠোরভাবে ব্রত পালন করতে দেখা যায়। হিন্দু ধর্মের একাংশের মধ্যে এধরনের ব্রত পালনের রীতি বহুদিনের। রাঢ়বঙ্গের প্রায় প্রতিটি শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে গাজনের আয়োজন দেখা যায়। পূর্ব বর্ধমানের সিঙ্গি ও শ্রীবাটী গ্রামের গাজন উৎসব বহু প্রাচীন। এখানকার একাধিক শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত গাজন উৎসবে অসংখ্য মানুষের ঢল নামে। সিঙ্গি গ্রামের সুবিশাল তথা সুপ্রাচীন বুড়ো শিব মন্দিরের গাজন উৎসবেও এবারও শত শত গাজন সন্ন্যাসী শামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে, নদিয়ার নয়াচর, বল্লভপাড়ায় বছরের শেষদিনে আয়োজিত ঐতিহ্যবাহী চড়ক উৎসবের আকর্ষণে দূরদূরান্তের অসংখ্য মানুষ ভিড় জমায়। এরই পাশাপাশি রাঢ়বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় এইসময় বোলান গানের আয়োজনও চোখে পড়ে। পুরাণের কাহিনি কিংবা সাম্প্রতিককালের একাধিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে রচিত হয় এই বোলান গান। কিছু ক্ষেত্রে সরস রচনাও থাকে যাকে বলা হয় 'রং পাঁচালি'। কলাকুশলীরা নানান সাজে এবং সমবেতভাবে ঘুরে ঘুরে এধরনের গান গেয়ে থাকেন তবে, বাজনাদার সহ কলাকুশলীদের সকলেই পুরুষ এবং চরিত্রের প্রয়োজনে পুরুষরাই মহিলার সাজে নেচে নেচে গান গেয়ে থাকেন। যদিও, এই বোলান গানের আয়োজনে বর্তমানে ভাঁটার টানটাই বেশি চোখে পড়ছে। দেড় থেকে দু'দশক আগেও রাঢ়বঙ্গের বহু এলাকায় বোলান গানের ব্যাপক চর্চা ছিল। এলাকার শ্রমজীবী বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষজন বছরের কয়েক মাস ধরে বোলান গানের মহড়ায় নিয়ে মেতে থাকত। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বোলান গানকে ঘিরে একটা বাড়তি উৎসাহ ছিল।একইসঙ্গে বোলান গানের রচয়িতাদেরও বেশ কদর ছিল এলাকায়। কিন্তু, কালের গতিকে এবং ইঁদুর দৌড়ের যুগে আধুনিকতার নাগপাশে বন্দি মানুষের জীবন থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে এই বোলান গান।বর্তমানে অল্প কিছু এলাকায় কোনওরকমে টিঁকে আছে বোলান গানের চর্চা। ঋতুবৈচিত্রে বসন্তের বিদায় লগ্নে উৎসবে মাতোয়ারা বঙ্গবাসীবাসীকে বর্ষশেষের বার্তা জানান দিয়ে সূর্য হয় অস্তমিত। রাত পোহালেই নতুন বছরের সূর্য ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।বাঙালির নববর্ষের প্রথম দিনটাও শুরু হয় 'হালখাতা' উৎসবের জমাটি আয়োজনের মধ্য দিয়েই।

সিঙ্গি গ্রামে বুড়ো শিব মন্দিরে গাজন

মাঙ্গলিকী

প্রাচীন চড়ক পূজো ও বাঙালির নববর্ষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ

চড়ক পুজো হিন্দুসমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোকউৎসব। নির্দিষ্ট ভাবে শাস্ত্রীয় নিয়ম রীতিনীতি মেনেই চৈত্র মাসের শেষ দিনেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু–তিন দিনব্যাপীও চড়ক পুজোর উৎসব চলে। লিঙ্গপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চৈত্র মাসে শিবের আরাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজোর উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশ–ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়া কৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বেও এই পূজোর উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ অনুষ্ঠানের প্রচলন খুব প্রাচীন নয়। তবে পাশুপত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীনকালে এই চড়ক পুজো উৎসব প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়।

চড়ক পূজো কবে কিভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস তথ্য আজও জানা যায়নি। তবে আনুমানিক ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই চড়ক পুজো প্রচলন করেছিলেন। রাজ পরিবারের লোকজন এই পুজো শুরু করলেও চড়ক পুজো কখনও রাজাদের পুজো ছিল না। এটি ছিল হিন্দু সমাজের লোকসংস্কৃতির একটি উৎসব। পুজোর সন্ন্যাসীরা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মের কথিত নিচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এ পুজোয় এখনও কোন ব্রাহ্মনের প্রয়োজন পড়ে না, আবার কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মন দ্বারা পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

এ পুজোর অপর আর এক নাম নীল পূজো। গম্ভীরা পূজো বা শিবের গাজন এই চড়ক পূজোরই অঙ্গ। চড়ক পূজো চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিনে পালিত হয়। আগের দিন চড়ক গাছটিকে পরিষ্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয়, যা পূজারিদের কাছে 'বুড়োশিব' নামে পরিচিত। পতিত ব্রাহ্মণ এ পূজোর পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পূজোর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজো, জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর হাঁটা, কাঁটা আর ছুঁরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড়া, শিবের বিয়ে, অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা এবং দানো–বারানো বা হাজারা পূজো করা।

এই সব পূজোর মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অনুরূপ। পূজোর উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীকে লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তাঁর পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুঁড়ে দেওয়া হয়। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও তা প্রচলিত আছে।

পূজোর উদ্যোক্তারা কয়েকজনের একটি দল নিয়ে সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন শিব ও দু'জন সখী। একজনকে সাজানো হয় লম্বা লেজ দিয়ে, তার মাথায় থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল। সখীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। তাদের সঙ্গে থাকে ঢোল–কাঁসরসহ বাদক দল। সখীরা গান ও বাজনার তালে তালে নাচে। এদেরকে নীল পাগলের দলও বলা হয়। এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাজনের গান গায় এবং নাচ–গান পরিবেশন করে। বিনিময়ে দান হিসেবে যা কিছু পাওয়া যায় তা দিয়ে পূজো হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে যা চড়ক সংক্রান্তির মেলা নামে অভিহিত।

হিন্দুধর্ম মতে চৈত্র মাসের শেষ থেকে বৈশাখ মাসের প্রথম পর্যন্ত ভক্তরা মহাদেব শিবঠাকুরের আরাধনা করতে থাকেন। মহাদেবের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সপ্তাহব্যাপী নানান পূজোর আয়োজন করেন তাঁরা। ফলপূজো, কাদা পূজো, নীল পূজো সহ সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন পূজো পালন শেষে আয়োজন করা হয় গা শিউরে উঠা চড়ক পূজো।

চড়ক পূজোয় পিঠে বাণ ফুঁড়িয়ে চড়ক গাছের সঙ্গে বাশঁ দিয়ে তৈরি করা বিশেষ এক ধরনের চড়কায় ঝুলন্ত দড়ির সঙ্গে পিঠের বড়শি বেঁধে দেওয়া হয়। তখন বাণ বিদ্ধ সন্ন্যাসীরা শূণ্যে ঝুলতে থাকেন। রাতে নীল পূজোর পর সন্ন্যাসীরা উপোস থাকেন। পরদিন বিকালে চড়ক পূজো শেষেই উপোস ভাঙেন তাঁরা।

চড়ক পূজোর শুরুতে শিবের পাঁচালী পাঠক মন্ত্রপড়া শুরু করলে সন্ন্যাসীরা শিবধ্বনি দিতে দিতে নদীতে স্নান করতে যান। স্নান শেষ করে মাটির কলসি ভরে জল আনেন তাঁরা। এরপর চড়ক গাছের গোড়ায় গোল হয়ে দাঁড়ান সন্ন্যাসীরা। আবার শিব পাঁচালী পাঠ করতে থাকেন বালা (শিবপাঁচালী পাঠক)। সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে জল ঢেলে প্রণাম করে চলে যান ফাঁকা জায়গায়। সেখানেই তাদের বাণবিদ্ধ করা হয়। সন্ন্যাসীরা নিজের শরীর বড়শিতে বিঁধে চড়কগাছে ঝুলে শূণ্যে ঘুরতে থাকেন। আবার সন্ন্যাসীর আর্শীবাদ লাভের আশায় শিশু সন্তানদের শূন্যে তুলে দেন অভিভাবকরা। সন্ন্যাসীরা ঘুরতে ঘুরতে কখনও কখনও শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ ও করেন। এ অবস্থায় একহাতে বেতের তৈরি বিশেষ লাঠি ঘুরাতে থাকেন আর অন্য হাতে দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বাতাসা ছোড়েন এই ঝুলন্ত সন্ন্যাসীরা। তাঁদের বিশ্বাস জগতে যারা শিব ঠাকুরের সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এত কঠিন আরাধনার পথ বেছে নিয়েছেন বিনিময়ে পরলোকে শিবঠাকুর তাঁদেরকে স্বর্গে যাওয়ার বর দেবেন।

চৈত্র সংক্রান্তির ৩/৪ দিন আগে থেকে শুরু হয় চড়কের প্রস্তুতি। উৎসবের আমেজ শুরু হয় গ্রামের বারোয়ারি তলায়, শ্মশানে কিংবা গৃহস্থ বাড়ির আঙিনায়। যেখানে আর যেভাবেই এই উৎসব উপস্থাপিত হোক না কেন এর মূল আবহ জুড়ে থাকে কৃষি দেবতা দেবাদি দেব শিবের আবাহন। মূলত শিবই এই উৎসবের মুখ্য। তাই শিবকে সন্তুষ্ট করাই পূজারীদের উদ্দেশ্য।

পশ্চিমবঙ্গের যে অঞ্চলগুলো মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়কপূজা উৎসব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার শরীরে প্রবেশ করতে হলে এরকম উৎসবগুলোকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করলেই কেবল লৌকিক বাংলার আদিরূপ দেখা সম্ভব হবে।

বৈশাখী উৎসবে নিজেকে রঙ্গিয়ে নেবেন বাঙালি জাতি। চৈত্র মাসের শেষ দিনটিতে ফেলা আসা বছরের হিসাবের খাতাকে লোকাচার–পার্বণে বিদায় জানানো হবে। নতুন করে উদ্যোম ও মঙ্গল প্রত্যাশায় নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তত হবে বাঙালি। চৈত্র সংক্রান্তি বিশেষ লোক উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসব হলে ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে এক বৃহত্তর লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে কালক্রমে। চৈত্র সংক্রান্তি এখন কেবল কোন ধর্ম বা মতের মধ্যে আবদ্ধ নয় তা রুপ নিয়েছে এক সর্বজনীন লোকউৎসবে।

চৈত্র সংক্রান্তির আসল আর্কষণ থাকে চড়ক পুজো। এই চড়ক পুজোকে কেন্দ্র করে দেশের অনেক জায়গায় বসে মেলা।

চাঁদপাড়া অ্যাক্টোর নাট্যোৎসবে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদপাড়া অ্যাক্টো সংস্থা তাদের এলাকায় থিয়েটারের পরিবেশ আরও সমৃদ্ধ করতে ইতিমধ্যেই নিজেদের উদ্যোগে একটি মঞ্চ (স্নেহলতা স্মৃতি মঞ্চ) তৈরি সহ নাট্যবিষয়ক বিভিন্ন কাজকর্ম সারা বছর ধরেই করে চলেছে। এই বছর সম্প্রতি তাদের আয়োজনে অ্যাক্টো নাট্যমেলা–২০২৩ অনুষ্ঠিত হল গোবর ডাঙা শিল্পায়ন স্টুডিও থিয়েটারে। উদ্বোধন করেন গোবরডাঙা পৌরসভার পৌরপিতা শংকর দত্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল দত্ত, আশিস পাল, সুতোপেশ চক্রবর্ত্তী, প্রদীপ রায়, অরিন্দম মুখার্জি (ইনস্পেকটর ইনচার্জ, হবার থানা) অসীম পাল (ও সি গোবরডাঙা থানা)।

দু'দিনের এই নাট্য মেলায় দর্শক আসন আসন ছিল পরিপূর্ণ। পুরোপুরি মেলার আমেজে উপচে পড়া দর্শকদের ভিড়ে ২দিনে উপস্থাপিত হয় মোট ৫টি নাটক, প্রথম নাটক অ্যাক্টো সংস্থা প্রযোজিত নাটক' 'ঝাঁসির রানি' ২য় নাটক রম্বস প্রযোজিত নাটক 'আততায়ী', ৩য় নাটক অ্যাক্টো প্রযোজিত নাটক 'পাকে বিপাকে'। ২য় দিন প্রথম নাটক অ্যাক্টো প্রযোজিত একক নাটক 'হারায়ে খুঁজি' দ্বিতীয় নাটক নাবিক নাট্যম প্রযোজিত 'লাঠি'। প্রতিটি নাটকই দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। বিশেষ করে ঝাঁসি চরিত্রে মঞ্চে নবাগতা শিশু অভিনেত্রী স্বরলিপি চক্রবর্ত্তী দর্শকের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়। নাট্যমেলার প্রথম দিনে স্নেহ লতা স্মৃতি সম্মান ও অ্যাক্টো সম্মাননা প্রদান করা হয় যথাক্রমে বিশিষ্ট অভিনেত্রী দীপা ব্রহ্ম ও বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নাট্য সমালোচক বিপ্লব কুমার ঘোষকে। অ্যাক্টো সংস্থার নাট্য পরিচালক ও কর্ণধার বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুভাষ চক্রবর্ত্তী জানান দুদিনই উৎসাহী মানুষের উপস্থিতি ও আন্তরিকতা আমাদের আগামীর জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে।

নোবেল মিশনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ বছর বন্ধ থাকার পর ৪ এপ্রিল মধুসূদন মঞ্চে হয়ে গেল নোবেল মিশনের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাটক ও গানের এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় সমবেত ছড়ার গান, টেডি বিয়ারের গান, নোটন নোটন পায়রা, পশুদের গান, বাবুরাম সাপুড়ে ও পঞ্চতন্ত্র দিয়ে। এরপর হয় অতিথি বরণ। তারপর অনুষ্ঠিত হয় দিলীপ নস্করের পরিচালনায় পূর্ণেন্দু পত্রীর রামরাবণের ছড়া। আলোক সজ্জায় ছিল অভিনবত্ব। অনুষ্ঠান দর্শকদের মন জয় করে। দর্শকরা উৎসাহিত করেন তাঁদের করতালির মধ্যদিয়ে। আবেগভরা গলায় সঞ্চালিকার সঞ্চালনায় ভরে ছিল মঞ্চ।

বিশেষ ধরনের শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে ২৪ বছর ধরে সবসময় ব্যস্ত নোবেল মিশন। শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টায় নোবেল মিশন আজ প্রসারিত পল্লবে মুখরিত আকাশ–বাতাসে।

হাওড়ার রামরাজাতলা রামমন্দিরে রাম পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার রামরাজা তলায় রাম মন্দিরে প্রত্যেক বছরের মতো এবারও রাম নবমীর দিন মাটির নতুন মূর্তির পূজা আরম্ভ হয়। এবং বিসর্জন হবে শ্রাবণ মাসে। এই দিন থেকেই রামমেলা শুরু হয়। রাম নবমীর দিন ভোর ৩টের পুজো শুরু হয়। চলে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এবং প্রচুর লম্বা লাইন পড়ে পুজো দিতে। রাত্রি ১২টা থেকে লাইনে দাঁড়ানো শুরু হয়। আনুমানিক ২৫০ বছর আগে এই রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জলচ্ছত্র, চিকিৎসার স্টল করে। সাঁতরাগাছির মোড় থেকে রামরাজাতলা স্টেশন পর্যন্ত সমগ্র রামচরণ শেঠ রোড

দুইধারে মেলার সামগ্রী নিয়ে বসে পড়েন বিক্রেতারা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম মঠ প্রত্যেক বছর জলচ্ছত্র এবং কীর্তন পরিবেশন করে। এবার সকাল ৯টায় বিজেপির সর্বভারতীয় সংসভাপতি ও সাংসদ দিলীপ ঘোষ পূজো দিয়ে যান এবং পার্টির স্টল থেকে জল বাতাসা বিতরণ করেন। বিকাল ৫টায় শ্রীরাম সেনার পক্ষ থেকে শংকর মঠ থেকে রামমন্দির হয়ে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত সুশৃঙ্খল বিশাল মিছিল করা হয়। যার উদ্বোধক ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বাবু রামমন্দিরে রামের পুজোও দেন। প্রচুর পুলিশী ব্যবস্থার মধ্যে এই রামনবমী উৎসব পালন করা হয়। পুলিশের তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

কবিতা

নববর্ষ
অভিক ভাণ্ডারী

রক্তিম সূর্যটা আকাশেতে জ্বলছে,
নূতনের কানে কানে কিছু কথা বলছে।
নূতনের উপহার আজ নববর্ষে
মুখরিত সবখান মানুষের হর্ষে
মানুষের যত ব্যাথা, চলে গেছে বহুদূর
আছে শুধু আসি কথা, জীবনের যত সুর।
নুতনের আগমনে প্রকৃতি যে হেসেছে
সুখ দুখ ভুলে গিয়ে তাকে ভালবেসেছে
(কামারপোল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

স্বপ্নেরা জেগে ওঠে
অণিমা বিশ্বাস

অন্ধকার হলেই স্বপ্ন–রা জেগে ওঠে
আর জেগে ওঠে কল্পনা
দু–চোখে সারারাত আগলে রাখি তাকে –
দিনের আলোয় যা হারিয়ে যায়
আঁধারে তা খুঁজে পাই অনায়াসে
স্বপ্নের অনুভূতির সুখে বেঁচে থাকি –
দিনের কঠিন আলোয় অনেক অন্ধকার পেরিয়ে
তুষারপাত ডিঙিয়ে শীতের হাত ধরে হিমে ভিজে
তোমার কাছে যাই, তুমি আশ্রয় দাও
তোমার নরম দেহে গরম নিয়ে হৃদয় ছুঁয়ে
শান্তি অনেক পাই।
(অশোকনগর, কল–৪০)

ফাঁকা বুক
অভিনন্দন মাইতি

পাক খেতে খেতে নেমে আসে সুতো
ঝুলে থাকে
বারবার লাফিয়ে ধরতে চায় শিশু
দূরত্বে ঘুরে বেড়ায় দুরন্ত বাতাস
বিহ্বল ফড়িং এসে বসে সামনের বাগানে
নীরব যখন প্রতীকী হয়ে ওঠে হাতের ওপর
বাড়ে দাগ
জন্মের ঋণে ঢুকে যায় নারী
পূর্ণিমার স্বপ্ন বিভোর

যেভাবে বিন্দু থেকে আলো ছড়িয়ে যায়
ফাঁকা বুক বেনোজনের গল্প ভুলেছে
(হরেন্দ্রনগর, কাকদ্বীপ, দঃ২৪ পরগণা)

বসন্ত রাঙা
বনমালী ঘোষ

একটি পলাশ একটি শিমূল রক্তে রাঙা লাল –
এসেছে বসন্ত – পূর্ব দিগন্তে উঁকি দেয় নতুন সকাল।
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ঋতুরাজ বসন্তকাল
শীতের আমেজ হয় নি সারা মোহময় বিকাল
পাহাড়ী নদী ঝরণার ডাকে পলাশ শিমূল সাজে
উচ্ছল তরঙ্গ মাঝে কিঙ্কনীর পায়ে নূপুর বাজে।
আকাশ রাঙা লাল রঙে – রাঙবে কৃষ্ণচূড়া
লালপাহাড়ীর দেশে বসন্ত হয় না কভু হারা।
সবুজ বনে লালের আভাষ ঠিক আগুনের রশি
দোল উতসবে পলাশ গলায় বসন্ত অনুরাগ
ভালোবাসার স্বপ্নমাখা নবজীবনের সোহাগ।
তবু সাজে মন – কত কথাঞ্জলির পরশ মাখা
জীবনের প্রান্তের অধিবাসীদের কাছে স্মৃতিরেখা
প্রকৃতি জাগছে চিরন্তনের দাবীতে আলোকবার্তা
হতাশা বেদনা তবু চেতনার মাঝে হৃদয়ের নব মাত্রা।
(বাদলা, পূর্ব বর্ধমান)

কালবৈশাখী
কানাই লাল সাহু

বাহিরে তুমুল কালবৈশাখীর ঝড়
ঝোড়ো হাওয়া সবেগে বাতাস বয়
প্রদীপের আলো নিভু নিভু
জীবনের জলসাঘরে আঁধারি আলো
আমার বুকের ভেতর
মেঘের আনাগোনা টের পাই।
ফুলদানীতে রজনীগন্ধার গোছা শুকিয়ে
পুরানো ঘড়িটা ঢং ঢং করে জানিয়ে দেয়,
আর দেরী নয়
ওপারে অপেক্ষায় মাঝি,
ও মধুকর, ডিঙা ভিড়াও, বৈঠা নামাও,
রাত প্রায় শেষ হতে চলল যে !
(দীনেশপল্লী, কল–৯৩)

বোশেখ বার্তা আনলে কি
রবিন কুমার দাস

নতুন বছর, নতুন বোশেখ, নতুন বার্তা আনলে কি
ঘুমের থেকে উঠেই দেখি তুমি বুকে টানলে কি ?
সেই পুরানো ঝলমলে রোদ, সেই পুরানো আকাশে
নতুন ছবি আঁকলে কোথায়, সবই দেখি ফ্যাকাশে।
পুরানো সেই ছঁড়ো জামা আজও পরি বৈশাখে
তবু তোমায় বরণ করি বাদ্য বাজিতেআর শাঁখে,
আজও ছুটি মাঠে ঘাটে, জানিনাকো কার ডাকে
হয়তো ভাবি নতুন খবর ছড়িয়ে দেবেএক ফাঁকে।
এই আশাতেই বরণ করি, স্মরণ করি, হে বৈশাখ
তুমি দেখি নির্বিবাদী, বল সবই লিখে রাখ !
আমরা বোকা স্বপ্ন দেখি চৈত্র শেষের দিন গুনি
বোশেখে আসবে নতুন খবর লোকের মুখে তাই শুনি !
স্বপ্ন–আশা–ভালবাসা খাতার পাতায় লেখা থাক
এ বছরে পেলাম না যা, পরের বছর দেখা যাক্,
তাইতো আমি আশায় আশায় আশা হত হচ্ছি রোজ
পয়লা বোশেখ আসে বটে, নেয়না কিন্তু আমার খোঁজ।
(সালকিয়া, হাওড়া–৭১১১০৬)

প্রজাতি
আব্দুল হান্নান

জীবন এক গতিময়
বাধা আসে যাতে
ভালো লাগে মুখোমুখি
আরো হতে তাতে।
দিন যায় দিন আসে
সব দিন ভালো
বাধা শুধু সেখানে পায়
ছোঁয়া পেলে আলো।
তবু জীবন আশাবাদী
সামনের দিকে
হেরে গেলে জেতা যায়
হয় না যে ফিকে।
(সীতারামপুর, কুলপী, দঃ২৪ পরগণা)

চক্র
ভীম ঘোষ

হাতের মুঠোয় অন্ধকার মাখছি
মাঝের মধ্যে খাচ্ছি পাক
রক্তে কোষে আঁটসাট হচ্ছে শব্দ।
দূরন্ত ফুটন্ত নবীন চেতনায়
স্পষ্ট দেখছি ফালি হচ্ছে পাশের পৃথিবী।
সভ্যতার নিকানো উঠানে অর্ধমৃত দেহ
দেহে কোনো ক্ষত চিহ্ন নাই।
সুমেরু কুমেরু – সমস্ত মেরুতে পায়চারি করি,
কোনো এক চক্র বিপরীতে টানছে আমাকে,
ছুঁচের মত সরু হচ্ছি
তারপর প্রবেশ করি গোপন আস্থানায়
বুকে নিয়ত প্রবল ঝড়।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

মুখ না মুখোশ
মালতী প্রামাণিক

আঁটছি মুখোশ আমি তুমি
আঁটছে মুখোশ সমাজ জুড়ে
কেউ নেবে না কি এর দায়
তৃষ্ণাতুর মলিন হাসি হেসে
স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায়
মনগড়া সবপেয়েছির দেশে,
সে ঘুম ভাঙে প্রচণ্ড হ্যাঁচড়ানে
স্বপ্ন দেখা ঘুচলো অকারণে
দেহের দেউড়ি হাট করে খোলা
মনে হল মাথার ওপর
হাসছে আকাশ মিছিমিছি
আপন বৃত্ত গড়তে মুখোশ গড়ি
অপরিণামী অশিষ্ট মননে
ঘুণ ধরে যায় মজ্জার গভীরে
তবুও মুখোশটা যে সবকিছুতে
ক্রমশঃ বড্ড কাছাকাছি।
(দঃ সুরেন্দ্রগঞ্জ, দাসপুর,
পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

ভয়ার্ত কলম
চিত্তরঞ্জন দাস

কলমে ঝরে না আর প্রেম–ভালোবাসা –
অন্তর থেকে প্রেম নিয়েছে বিদায়।
প্রেম আজ ঠিক যেন তরল কুয়াশা –
স্বার্থপরতা, লোভ শুধু কুরে খায় !
ডেবিট কার্ডেই প্রেম জমে যেনতেন,
অর্থবিহীন প্রেম খাঁচা ভাঙা পাখি –
অর্থ প্রাচুর্য আজ মাপকাঠি যেন,
সন্দেহ–সংশয় প্রেমে মাখামাখি !
প্রেম মানে সহবাস, সুখ আর সুখ
প্রেমে নেই স্নেহ প্রীতি, নেই অনুরাগ,
প্রেম মানে শুধু দেহ, যোনি আর বুক –
প্রেম আজ যোগ নয়, শুধু গুণ ভাগ !
তাইতো কলমে আর ঝরে না প্রণয় –
রক্তের স্রোত ঝরে, আর ঝরে ভয় !
(মাথুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

বিনি পয়সায়
অরুণ কুমার মান্না

বিনি পয়সায় মালসাভোগ খেতে খেতে
পাকস্থলিও বুঝে গেছে
ফুকটাই চলে যাবে
লাটসাহেবি জীবন।
তিন তিনটে ঢেকুরের শেষে আরও দাও
হজমি বড়ি চিবিয়ে পরমুহূর্তে আরও ...
বৃষ্টি ভেজা বিকেলে অন্য দৃশ্য
কে কার প্রথম কোন্ আঙুল ছোঁবে !
ঠোঁটের টেরাকোটা শিল্প সূর্য দেখতে না পেরে
লজ্জায় ডুব দ্যায় সামনের এঁদো পুকুরে,
বাঘ হরিণের লুকোচুরি চলতেই থাকে
বাঘ শৃঙ্খল মানে না, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়,
একা টেনে খায় সবার খাবার !
তাই চাঁদও এখন কমিয়ে দিয়েছে অনেকটা জ্যোতস্না
বিনি পয়সায় আর মাল ছাড়বে না।
(বিনগ্রাম, হুগলী)

আকাল হবে তো ফের
সুব্রত ভট্টাচার্য

আমাদের এর চেয়ে অনেক অনেক পথ
দিতে হবে পাড়ি, অসুখের মহামারী নয়,
আকাল হবে তো ফের ভালোবাসার –
পরিচ্ছন্ন মানসের।
এসো ধরো ধরো ! দেখো –
হেমন্তের সোনা–ঝরা ক্ষেতের ওধারে
ঝুলে আছে শুক্লপক্ষের জ্যোতস্না,
অপরূপ চাঁদ–কুয়াশার হিমে তুমিও তেমন।
তোমার হাসিতে ছড়ানো বেহুলা হয়ে
বসে আছো লখীন্দরের আশায় –
সে বলে গেছে আসবে –
অস্তগামী চন্দ্রালোকে জাগাতে তোমায়।
(পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা – ৯৩)

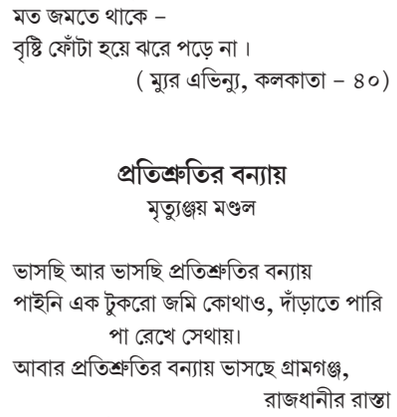

প্রকৃতি
স্বস্তিকা ঘোষ

হে লাস্যময়ী
তোমার ছন্দ মিলনে আমি ব্যর্থ
ঝরাপাতার স্তুপে শিশির বিন্দু
তোমার স্পর্শ অনুভব করে
বর্ষণের পরে একফালি রামধনু
অপার রূপের বর্ণনা দেয়
যখন মেঠো পথে সোঁদা মাটির গন্ধ পাই,
তখন মায়ের আঁচলে সুগন্ধ মনে পড়ে
পর্বতের তুষারসিক্ত শৃঙ্গার,
সমুদ্রের তরঙ্গের উচ্ছল হাস্যরস
যেন নবরসে আমাদের চোখে পড়ে
প্রকৃতি মা –
তোমার প্রতি যুগের সঙ্গী কর আমারে।
(দৌলতাবাদ, বিষ্ণুপুর, দঃ২৪ পরগণা)

ভগ্নাংশ
শেফালী সরকার

ভগ্নাংশ মাত্র জীবনের শূণ্য বিছানা নীরব,
নিষ্পলক চেয়ে আছে নিঃশব্দে মনের অলিন্দে।
অনুরণন – অশ্রুহীন দু–চোখে
কান্নাগুলো জমাট পাথর বুকের গভীরে –
সে পাথরের বুকে কথাগুলো
ব্যাথাগুলো মাথা কুটে মরে।
শব্দহীন কথাগুলো ব্যাথায় দীর্ণ কেউ
দেখে না পুঞ্জিভূত মেঘের
মত জমতে থাকে –
বৃষ্টি ফোঁটা হয়ে ঝরে পড়ে না।
(ম্যুর এভিন্যু, কলকাতা – ৪০)

প্রতিশ্রুতির বন্যায়
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

ভাসছি আর ভাসছি প্রতিশ্রুতির বন্যায়
পাইনি এক টুকরো জমি কোথাও, দাঁড়াতে পারি
পা রেখে সেথায়।
আবার প্রতিশ্রুতির বন্যায় ভাসছে গ্রামগঞ্জ,
রাজধানীর রাস্তা
সবাই থমকে দাঁড়ায় কূলের কিনারা পাওয়ার নিয়ে আসা।
কল্পনার উঠানে আল্পনা ভরায়
কিন্তু ভোরের রোদে কোন স্বপ্নের কলিরা আজ
ফুটন্ত নয়।
রেস্তোরার টেবিলে চায়ের কাপে তুফান উঠে কত,
আসা–যাওয়ার পথে পথে ভিন্নতা যত।
তবু প্রয়োজনের জন্য যত প্রেম রিনিউ করে
তার পর পরিণতি ছিন্ন মূলে
কোন চারা গাছ জন্মায় না সেথা কখনও ভুল করে।
জীবন বন্দরে বন্দরে ঘুরছি আর ঘুরছি
যাযাবরের মত, প্রতিশ্রুতির বন্যায় আবার ভাসছি,
এ যেন প্রতিশ্রুতির মরিচিকার মরুভূমি।
ফুটা পাত্রে জল ঢালার পরিণতি
বঞ্চনা, অবহেলা সহে সহে, যখন তখন
ফুটাপাত্রে পড়ি,
ক্রমশ শূন্যতার স্রোতে ভাসতে থাকি।

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611

মহানগরে

গরম মানে টানা ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২২-এ গ্রীষ্মাবকাশ ছিল সবমিলিয়ে দীর্ঘ ৫৬ দিন। আর এবার আপাতত বিকাশ ভবন থেকে এ রাজ্যের স্কুল গুলিতে গ্রীষ্মাবকাশ ঘোষিত হয়েছে ৩৪ দিন। আর এটা যে আরও ৭ – ১০ বৃদ্ধি পাবেই, তা রাজ্য সরকারের ছুটির পরম্পরা দেখে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

গ্রীষ্মের তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি পেরিয়ে গিয়েছে। আর এই তীব্র গরম ও অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যেই এ রাজ্যের স্কুল গুলিতে ছুটতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। যদিও প্রতিবেশী বিহার ও ওড়িশা সরকার তাপপ্রবাহের জন্য পড়ুয়াদের শরীরের কথা মাথায় রেখে পাঁচ দিনের জন্য স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রেখেছে। আর এ রাজ্যের শিক্ষা দফতর বিকাশ ভবন সাম্প্রতিক তাপপ্রবাহে স্কুলে পঠনপাঠন চালু রেখে গ্রীষ্মের ছুটি নিয়ে ভাবতে বসে সেটাকে ২৩ দিন এগিয়ে আনল। এ এক অদ্ভুত ভাবনাচিন্তা। 'অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসে'র রাজ্য সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, গতবার ৫৬ দিনের গ্রীষ্মাবকাশ দেওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার অনেকটা ক্ষতি হয়েছিল। আর এবারও না আমাদের কথা, না অভিভাবক–অভিভাবিকা প্রস্তাব, কারোর কোনও কিছু না শুনেই ২ মে থেকে গ্রীষ্মাবকাশ ঘোষণা করে দিলেন। আগামী ২ মে মঙ্গলবার থেকে রাজ্যের স্কুল গুলিতে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হবে। প্রকৃতপক্ষে ৩০ এপ্রিল থেকে এটি শুরু হবে। কারণ ৩০ এপ্রিল হল রবিবার আর ১ মে সোমবার হল শ্রমিক দিবস। প্রসঙ্গত, পূর্বে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে গরমের ছুটি শুরু হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মাবকাশ ২৪ মে বুধবারের বদলে ২ মে মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে।

পার্কিং ফি নিয়ে আবার কথা হবে?

বরুণ মণ্ডল

'আমাকে মানুষের স্বার্থে কাজ করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রান্টর, ইনডিভিজুয়াল লোক কি বলল, তাতে কিছু যায় আসে না' কলকাতায় কার–পার্কিং নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ১০ এপ্রিল মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম একথা জানান। এদিনও তিনি জানিয়েছেন, পার্কিং নিয়ে কোনও ফিজিক্যাল টেন্ডার বরদাস্ত করা হবে না। যা হবে সবটাই অনলাইনে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কার–পার্কিং নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার অন্দরে ঘুঘুর বাসা রয়েছে।

এদিকে, মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসংস্থার বাজেট অধিবেশন চলাকালীন পৌর কার–পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, কার–পার্কিং ফি বাড়ানো কেবল আয় বাড়ানো নয়, দূষণ বৃদ্ধি রোধেও নিয়ন্ত্রণে তা পরোক্ষে সাহায্য করবে। মহানাগরিক ইঙ্গিত দিয়েছেন এ বিষয়ে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝাবেন। আপাতত মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তা–ই বর্ধিত কার–পার্কিং ফি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এ নিয়ে আরও অনেক বিষয় আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২২ – ২৩ শেষ অর্থবর্ষে কলকাতায় কার–পার্কিং ফি বাবদ আদায় হয়েছিল ২০ কোটি টাকা।

আর এবারে পার্কিং ফি আদায়কে দুর্নীতিমুক্ত করতে অনলাইনে পার্কিং–ফি আদায় করতে পৌর প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। পার্কিং সংস্থার কর্মীদের নির্দিষ্ট পোশাক ও প্রত্যেক কর্মীকে একটি করে 'ই–পস' মেসিন দিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার কার–পার্কিং দফতর।

ভাড়াটিয়াদের কর আদায়ে দরকার আইন প্রয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশেষত উত্তর কলকাতা মধ্য কলকাতাসহ সমগ্র কলকাতায় পুরনো বাড়ি গুলির ক্ষেত্রে অনেকসময় মালিকের বদলে ভাড়াটিয়াদের প্রাধান্যই বেশি থাকে এবং মালিক খুব সামান্য ভাড়া পেয়ে থাকেন। এইসব ক্ষেত্রে বাড়ির মালিকের বদলে ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে বকেয়া কর আদায় করাও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদূর জানা যায়, পূর্বে প্রপার্টি ট্যাক্স প্রদান না করলে বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। যা কী না বর্তমানে করা হয় না।

যদি এ বিষয়ে কোনো আইনগত জটিলতা থাকে তাহলে পৌর আইন বিভাগের মাধ্যমে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখে করখেলাপি বাড়িওয়ালা এবং দখলকারী বা দীর্ঘদিনের ভাড়াটিয়াদের কিছু পরিষেবা বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করলে কলকাতা পৌরসংস্থার কর আদায়ে গতি আসতে পারে।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার ৮৩ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব এইধরনের সম্পত্তিগুলির থেকে বকেয়া কর আদায়ের যে সমস্ত আইনি সংস্থান আছে, তার প্রয়োগের বিশদ বিবরণসহ পৌরসংস্থার আর্থিক স্বাস্থ্য উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অধিকার বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত করার প্রয়োজন আছে।

সম্পত্তিকর পুনর্মূল্যায়ণে কলকাতার অগ্রগতি অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তিকর রাজ্যের যে কোনো পৌরসভার মতো কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্বের একটি প্রধান উৎস। বিগত ২০২১ – '২২ আর্থিক বছরে মোট সম্পত্তিকর সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৮৯০ কোটি টাকা। সেখানে ২০২২ – '২৩ অর্থবর্ষের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সম্পত্তিকর সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৭৫ কোটি টাকা। বকেয়া কর পরিশোধের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল করদাতা বকেয়া শোধ করেনি তাদের বিরুদ্ধে রেন্ট অ্যাটাচমেন্ট, সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের মতো কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুরসভা। গত ২০২১–'২২ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার নথিভুক্ত করদাতার সংখ্যা ছিল ৮.৭ লক্ষ, আর ২০২২–'২৩ অর্থবর্ষের ৩১ জানুয়ারিতে এসে সেটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯.১৪ লক্ষে। এরইসঙ্গে অমূল্যায়িত সম্পত্তি গুলির মূল্যায়ণ এবং কর সংগ্রহের আওতায় আনার ওপর জোর দেওয়ার ফলেই সম্পত্তি করের এই বৃদ্ধি। কর সংগ্রহে অনলাইন পরিষেবাকে সংহত ও শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন আরও সহজ উপায়ে হোয়াটস অ্যাপ বট/ফোন নম্বর : ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ এবং কেএমসি অ্যাপ (4.0/Google–PlayStore/Android)–এর মাধ্যমে মিউটেশন এবং সম্পত্তিকর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের এবং টাকা জমা করার ব্যবস্থা হয়েছে। এদিকে মিউটেশন ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজ মধ্যবর্তী স্তরের আধিকারিকরা অনুমোদন করতে পারছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বপ্রত্যয়িত নথি ও নথির প্রতিলিপি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে করদাতারা অযথা হয়রানি থেকে রেহাই পেয়েছেন এবং মিউটেশন প্রক্রিয়ায় গতি এসেছে। বিগত ২০২১ – '২২ অর্থবর্ষের শুরুতে বকেয়া মিউটেশনের সংখ্যা ছিল ৩,৪৫৩ টি। সেক্ষেত্রে ২০২২ –'২৩ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৭২১ – এ।

বেশ কিছু সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়মিত পুনর্মূল্যায়ণ (জেনারেল রিভ্যালুয়েশন) দীর্ঘদিন বকেয়া ছিল, সেগুলির ক্ষেত্রে সম্পত্তির ব্যবহার ও আয়তন অপরিবর্তিত ধরে নিয়ে মূল্যায়িত করের ওপর মূল্যায়ণ বকেয়া থাকার সময়কালের ওপর নির্ভর করে কোনোটায় ১০ শতাংশ, কোনোটায় ১৫ শতাংশ, কোনোটায় ২০ শতাংশ ও ৩০ শতাংশ এককালীন বৃদ্ধি করে ২০১৬ – র চতুর্থ কোয়ার্টার থেকে অতিরিক্ত করের বিল পাঠানো হয়েছে। ফলে এখন আর কোনও সম্পত্তির পর্যায়কালীন ছ'বছরে ১০ শতাংশ সম্পত্তিকর বৃদ্ধির পূনর্মূল্যায়ণ বকেয়া নেই।

কলকাতা মহানগরীর প্রকৃতিগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে 'ন্যাশনাল রিমোট সেনসিং সেন্টারে'র 'এরিয়াল ইমেজ' এবং 'স্যাটেলাইট ইমেজ' ব্যবহার করে কলকাতার জলাভূমি ও জলাশয়গুলির অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং সময়ের সাপেক্ষে এগুলির পরিবর্তনের ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও 'ফিল্ড ইন্সপেকশন' করে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ ও ঐতিহ্য দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এই সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্যাবলী পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতরে এবং সম্পত্তিকর দফতরে নথিভুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে সম্পত্তিকরের বিল পৌরসংস্থার ওয়েবসাইটে 'আপলোড' করার ফলে সম্পত্তিকরের বার্ষিক বিল ডাকের মাধ্যমে না পাওয়ার অভিযোগ বা অসুবিধার সুরাহা হয়েছে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ এপ্রিল কালীঘাটে সি. আর. দাশ স্মৃতি উদ্যানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদী নেতা, এ রাজ্যের ৩য় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনে'র (জন্ম : ১০ এপ্রিল, ১৮৯৭ – মৃত্যু : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০) জন্মদিবসে তাঁকে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

ছবি : কলকাতা পৌরসংস্থার সৌজন্যে

লেন্স বার্তা

ফুটপাথ জুড়ে, কোথাও পড়ে আছে বাঁশ (১) আবার কোথাও বইছে নর্দমার জল (২) নাজেহাল পথ চলতি মানুষ। মেডিক্যাল কলেজের আশে পাশে।

'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু '... ছবি : অভিজিৎ কর

বুধবার পার্কসার্কাসে আয়োজিত ইফতারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন Ph.: (033) 2480-6048 / Mob.: 9836171184, 9836367214

অমলা নার্সিংহোম

স্বাস্থ্যসাথী মান্যতাপ্রাপ্ত হাসপাতাল মেটারনিটি ও সার্জিক্যাল

৩০ টি শয্যাবিশিষ্ট A.C. কেবিন ও ৩ টি আই.সি.ইউ. কেবিন

প্রো:- অলোকা ঘোষ ও ডা: দিলিপ ঘোষ

দঃ ডোঙ্গাড়িয়া,নোদাখালী নতুন রাস্তা(রানিয়া রোড), দঃ ২৪ পরগণা

স্বাস্থ্যসাথী Swasthyasathi

যে সব ডাক্তারবাবুগন বর্হিবিভাগে রুগী দেখেন (২৪ ঘন্টা ডাক্তার বাবু উপস্থিত থাকেন)

ডাঃ বি.ডি. মন্ডল M.B.B.S., D.G.O.(KOL) M.D.(KOL), AACME(USA) প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ কনসালট্যান্ট গাইনোকলজিষ্ট। প্রতি শুক্রবার ৪-৬টা অন্যান্য দিন অন কল

ডাঃ বিজন বিশ্বাস M.B.B.S., M.S. (KOL) জেনারেল সার্জেন প্রতি রবিবার ১-২টা অন্যান্য দিন অন কল

ডাঃ রমিত মালিক M.B.B.S., M.D. (Paediatrics), Kol নবজাতক ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রতি বৃহস্পতিবার বৈকাল ৫টায় সপ্তাহের বাকী দিন অনকল

ডাঃ দেবজ্যোতি বসু M.B.B.S., D.N.B. (KOL) মেডিসিন রোগ বিশেষজ্ঞ। গ্যাসট্রোলজি, সুগার, কার্ডিওলজি রোগ বিশেষজ্ঞ প্রতি বৃহঃ ও শনিবার বেলা ৯- ১০ টা পর্যন্ত

ডাঃ স্বপন মন্ডল M.B.B.S., D.G.O. (KOL) গাইনি সার্জেন অন কল

এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত রকমের অপারেশন অ্যাপেনডিক্স, হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, পাইলস, গলব্লাডার স্টোন, হিসট্রেকটমি এবং অস্থিরোগের সমস্ত কিছু বিনা পয়সায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।
বিঃ দ্রঃ- এখানে মাইক্রো সার্জারির সু-ব্যবস্থা আছে, এছাড়া ও এখানে নরমাল ও সিজার ডেলিভারীর ব্যবস্থা আছে। ফটো থেরাপি মেসিনের সাহায্যে শিশু রোগের চিকিৎসা করা হয়।

বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্রের নথিভুক্ত সকল ক্লাব ও সংগঠনের কর্মকর্তা এবং সদস্য–সদস্যাদের জানাই

নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে

ডঃ রজত শুভ্র নস্কর
ডেপুটি ডিরেক্টর
বারুইপুর নেহেরু যুবকেন্দ্র
ভারত সরকার (যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক)

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে উৎসব করুন

সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন

সৌজন্যে

পার্থসারথী ঘোষ

আইসি, নোদাখালী থানা
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শুভ নববর্ষ ও রমজান মাসের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ধর্ম যার যার— উৎসব সবার

সৌজন্যে

সেখ বাপি
সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
জেলা পরিষদ

সকলকে জানাই শুভ নববর্ষের প্রীতি – শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সৌজন্যে

সোমাশ্রী বেতাল
সভাপতি, বিষ্ণুপুর – ২ পঞ্চায়েত সমিতি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শুভ নববর্ষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দের

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন

সৌজন্যে

দিলীপ মণ্ডল
রাষ্ট্রমন্ত্রী, পরিবহণ দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com